আর্থিক বিবরণী

ইউনিট
9

ভূমিকা

ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা। লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন তার পরিমাণ অবশ্যই জানা দরকার। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় না। তাই বছরের শেষে একটি আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন করা হয়। এই আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে আপনি ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ জানতে পারবেন। সেই সাথে ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক অবস্থাও জানতে পারবেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন ব্যবসায় জগতে আর্থিক বিবরণী প্রনয়ণের গুরুত্ব কত বেশি।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

মুখ্য শব্দ	আর্থিক বিবরণী, পাওনাদার, বিনিয়োগ, ব্যবস্থাপনা, নগদ প্রবাহ ও পাদটীকা, তারল্য পরিচালনা ব্যয়, লভ্যাংশ

পাঠ-৯.১ আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও এর বিভিন্ন অংশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আর্থিক বিবরণী কী, উহার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সংজ্ঞা ঃ (Definition)

হিসাব প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ। আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে ব্যবসায়ের মোট লাভ, নীট লাভ এবং আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। মুনাফা অর্জনই ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য। আর এ মুনাফা জানতে হলে আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন করতে হয়। যে বিবরণীর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে ব্যবসায়ের সামগ্রিক আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানা যায় তাকে আর্থিক বিবরণী বলে। আর্থিক বিবরণী সম্পর্কে অনেকে বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন তা নিচে প্রদত্ত হলঃ

J.N. Mayer এর মতে, ''কোন কারবারী প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত হিসাব কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পত্তি, দায় ও মূলধন জ্ঞাপনকারী উর্দ্বতপত্র এবং কোন নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রতিষ্ঠানের কার্য নির্বাহের ফলাফল নির্দেশকারী আয় বিবরণী ইত্যাদি সরবরাহ করা হয় তাই হল আর্থিক বিবরণী।"

Smith & Ashburne এর মতে, আর্থিক হিসাবরক্ষণের চূড়ান্ত ফল একগুচ্ছ আর্থিক বিবরণী যা কোন কারবারের হিসাব রক্ষক প্রদান করেন এবং যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সূচিত হয় এবং সে সঙ্গে সাম্প্রতিক কার্যাবলির ফলাফল এবং আয় দিয়ে কি করা হয়েছে তার বিশ্লেষণ করা হয়।"

আর্থিক বিবরণীর গুরুত্ব

আর্থিক বিবরণীর গুরুত্ব অপরিসীম। একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে আর্থিক বিবরণী ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষকে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে সহায়তা করে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল পক্ষের নিকট আর্থিক বিবরণী অতি গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থিক বিবরণীর গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হল

১) **ব্যবস্থাপনা ঃ** আর্থিক বিবরণী হতে মালিক কিংবা ব্যবস্থাপনা ব্যবসায়ের লাভ লোকসান বা আর্থিক অবস্থা জানতে পারে। ব্যবস্থাপনা ব্যবসায়ের লাভ লোকসান জেনে ভবিষ্যৎ ব্যবসা সম্প্রসারণ বা সংকোচন নীতি গ্রহণ করে থাকে।

২) **বিনিয়োগ ঃ** বিনিয়োগকারী আর্থিক বিবরণীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছলতা আছে কিনা তা জেনে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশে- ষণ করে।

৩) **পাওনাদারগণ ঃ** ব্যবসায়িক পাওনাদারকে অল্প সময়ের মধ্যে প্রদেয় টাকা পরিশোধ করতে হয়। এই দায় চলতি সম্পত্তি হতে পরিশোধ করে থাকে। এই সম্পদ পর্যাপ্ত আছে কিনা তা আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে জানা যায়।

৪) **ব্যাংক প্রতিষ্ঠান ঃ** ব্যাংক আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে তাদের প্রদত্ত ঋণের সুদ দিতে সক্ষম কিনা, ঋণ সুরক্ষিত আছে কিনা এবং ব্যবসায়ের আর্থিক সামর্থ্য আছে কিনা লক্ষ্য রাখে।

৫) **সরকার ঃ** আর্থিক বিবরণীর সাহায্যে সরকার আয়কর, ভ্যাট ও বিভিন্ন প্রকার শুল্ক ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হয়ে তা আদায় করতে পারে। সরকারের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো মেনে চলছে কিনা তা আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে জানতে পারে।

৬) **কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঃ** কর্মকর্তা কর্মচারীগণ আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও অবনতি সম্পর্কে জানতে পারে।

৭) **জনগণঃ** আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সম্পর্কে জনগণ জেনে বেশ উপকৃত হন। কেননা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি মানে দেশের উন্নতি। আর দেশের উন্নতি মানে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনমাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

সুতরাং, আর্থিক বিবরণী বিভিন্ন পক্ষকে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে সহায়তা করে থাকে। তাই বলা যায় যে, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন অংশ

আন্তর্জাতিক হিসাব মান-১ অনুযায়ী আর্থিক বিবরণী ৫টি অংশে প্রস্তুত করা হয়।

১) বিশদ আয় বিবরণী, ২) মালিকানা স্বত্ব বিবরণী, ৩) আর্থিক অবস্থা বিবরণী, ৪) নগদ প্রবাহ বিবরণী, ৫)আর্থিক বিবরণীর টিকাসমূহ ও গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের নীতিমালা।

১) **বিশদ আয় বিবরণী ঃ** যে বিবরণীর সাহায্যে কারবার প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট হিসাবকালের লাভ বা ক্ষতি নিরূপণ করা হয় তাকে বিশদ আয় বিবরণী বলে। মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় নিয়ে এ বিবরণী তৈরি করা হয়। সাধারণত এক বছর শেষে কত লাভ বা ক্ষতি হল তা এ বিবরণীর মাধ্যমে জানা যায়।

২) **মালিকানাস্বত্ব বিবরণী ঃ** যে বিবরণীর মাধ্যমে মালিকের মূলধনের সাথে নীট লাভ, অতিরিক্ত মূলধন, মূলধনের সুদ যোগ করে উত্তোলন ও নীট ক্ষতি বিয়োগ করা হয় তাকে মালিকানা স্বত্ব বিবরণী বলা হয়। এটা সাধারণত এক মালিকানা কারবার ও অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩) **আর্থিক অবস্থার বিবরণী ঃ** যে বিবরণীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানা যায় তাকে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলে। এই বিবরণীতে প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পদ, মূলধন ও দায় নিয়ে প্রস্তুত করা হয়।

৪) **নগদ প্রবাহ বিবরণী ঃ** যে সকল উৎস হতে নগদ অর্থের আগমন ঘটে তা যে বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদ প্রবাহ বিবরণী বলে। কোন কোন উৎস হতে নগদ অর্থের আগমন ঘটে এবং কোন কোন খাতে নগদ অর্থের ব্যবহার হয় তা এ বিবরণীতে দেখানো হয়।

৫) **আর্থিক বিবরণীর টিকাসমূহ ঃ** যে বিবরণীতে মূল আর্থিক বিবরণী উপেক্ষিত হয়েছে বা লিপিবদ্ধ হলেও সহজ বোধগম্য নয় তা সহজ ও বোধগম্য করার জন্য ব্যাখ্যা আকার টিকা বা হিসাব নোটের আকারে প্রকাশ করা হয় তাকে আর্থিক বিবরণীর টীকা বলে। আর্থিক বিবরণীতে যেসব টাকার অংক লিপিবদ্ধ করা, তার পেছনে অতিরিক্ত তথ্য প্রকাশের লক্ষ্যে বর্ণনামূলক বিবরণ আকারে সংযোজিত পাদটীকাকে আর্থিক বিবরণী টীকা বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	i) আর্থিক বিবরণী কী? ii) আর্থিক বিবরণীর কয়টি অংশ ও কি কি?

সারসংক্ষেপ

- যার সাহায্যে নির্দিষ্ট সময় শেষে ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানা যায় তাকে আর্থিক বিরবণী বলে।
- ব্যবসায়ের ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরুপণ করা আর্থিক বিবরণী অন্যতম উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আর্থিক বিবরণীর অংশ কয়টি?
(ক) ১০টি (খ) ৮টি (গ) ৫টি (ঘ) ৪টি

২. আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্য কোনটি?
(ক) মূলধন নির্ণয় করা (খ) দায়-দেনা নির্ণয় করা (গ) সম্পদ নির্ণয় করা (ঘ) লাভ লোকসান নির্ণয় করা

৩. কোনটির মাধ্যমে মোট লাভ নির্ণয় করা যায়?
(ক) মালিকানাস্বত্ব বিবরণী (খ) বিশদ আয় বিবরণী (গ) নগদ প্রবাহ বিবরণী (ঘ) আর্থিক অবস্থা বিবরণী

পাঠ-৯.২ বিশদ আয় বিবরণী এর প্রস্তুতপ্রণালী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বিশদ আয় বিবরণী কি, তার উদ্দেশ্য ও প্রস্তুত প্রণালী জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বিশদ আয় বিবরণীঃ (Statement of Comprehensive Income)

বিশদ আয় বিবরণী আর্থিক বিবরণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যে বিবরণীর সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতিষ্ঠানের নিট লাভ বা ক্ষতি জানা যায় তাকে আয় বিবরণী বলা হয়।

প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে ব্যবসায়ের মালিক কিংবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষ ব্যবসায়ের লাভ বা ক্ষতি জানতে চায়। হিসাবকালের শেষে মোট আয় হতে মোট ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা লাভ, পক্ষান্তরে মোট আয় হতে মোট ব্যয় বেশী হলে নিট ক্ষতি হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে- বিশদ আয় বিবরণী হল এমন একটি বিবরণী যাতে হিসাবকাল শেষে প্রতিষ্ঠানের লাভ বা ক্ষতি জানা যায়। বিশদ আয় বিবরণী দু প্রকার। যথা- ১) এক ধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণী, ২) বহু ধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণী।

এক ধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণী এবং এর প্রস্তুত প্রণালী

যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের জন্য আয় বিবরণী তৈরি করে থাকে। আয় বিবরণী সাধারণত দুই ধরনের ছকে প্রস্তুত করা যায় তার মধ্যে এক ধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণী অন্যতম। এই বিবরণীতে সকল উপাত্তকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ আয়সমূহ ও খরচসমূহ। পরিচালনা খরচ এবং অন্যান্য খরচ একত্রে খরচ ধরা হয়। পরিচালনা আয় এবং অন্যান্য আয় একত্রে আয় ধরা হয়।

সুতরাং, বলা যায় যে, এক ধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণী হল এমন ধরনের আয় বিবরণী যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে মোট আয় হতে পরিচালনা ও অন্যান্য খরচের সমষ্টি এক ধাপে বাদ দিয়ে নিট মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।

এক ধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণীর নমুনা ছক নিচে দেওয়া হলোঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম
এক ধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী
------ সাল -------- তারিখের সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা
আয় সমূহঃ		
সেবা আয়	**	
সুদ আয়	**	
প্রাপ্ত কমিশন	**	
প্রাপ্ত বাট্টা	**	
লভ্যাংশ আয়	**	
সম্পত্তি বিক্রয়ে লাভ	**	
	**	
বাদ খরচসমূহঃ		
বেতন	**	
বাড়ী ভাড়া	**	
বিমা খরচ	**	
বিদ্যুৎ ও টেলিফোন	**	
বিজ্ঞাপন	**	

যাতায়াত খরচ	**	
উপযোগ খরচ	**	
সাপ্লাইজ খরচ	**	
অবচয়	**	
মেরামত খরচ	**	
অস্বাভাবিক ক্ষতি	**	
সম্পদ বিক্রয়ের ক্ষতি	**	
প্রদত্ত সুদ/ সুদ খরচ	**	
অন্যান্য খরচ	**	
নীট মুনাফা		**

বহু ধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণী এবং এর প্রস্তুত প্রণালী

যে বিশদ আয় বিবরণীতে নির্দিষ্ট সময়ান্তে বিভিন্ন ধরনের আয় ও ব্যয়সমূহ বিভিন্ন ধাপে আলাদা আলাদাভাবে বসিয়ে নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয় তাকে বহুধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী বলে।

বহুধাপ বিশিষ্ট আয় বিরবণীতে সাধারণতঃ যে সমস্ত আয় ও ব্যয়ের ধাপ থাকে সেগুলি নিম্নরূপঃ
১) পরিচালনা আয়, ২) বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, ৩) পরিচালনা ব্যয়, ৪) অপরিচালনা আয়, ৫) অপরিচালনা ব্যয়

সুতরাং, বলা যায় যে, বহুধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণীতে বিভিন্ন ধাপে আয় ব্যয় দেখিয়ে নীট লাভ বা নীট ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।

প্রস্তুত প্রণালী

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়ের নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়ের জন্য বহু ধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়। এ ধরনের ব্যবসায়ের প্রধান আয় হল পণ্য বিক্রয়কৃত অর্থ। ব্যবসায়ের কিছু অপরিচালনা আয়ও রয়েছে। যেমন বাড়ী ভাড়া আয়, প্রাপ্ত কমিশন, প্রাপ্ত বাট্টা, উপভাড়া প্রাপ্তি, লভ্যাংশ প্রাপ্তি ইত্যাদি। নিচের পরিচালনা আয়, অপরিচালনা আয়, পরিচালনা ব্যয় ও অপরিচালনা ব্যয় একটি তালিকা দেয়া হলঃ

পরিচালনা আয়	অপরিচালনা আয়	পরিচালনা ব্যয় / খরচ সমূহ	অপরিচালন খরচ
প্রত্যক্ষঃ বিক্রয় পরোক্ষঃ প্রাপ্ত বাট্টা প্রাপ্ত কমিশন চালানী কারবারের মুনাফা ইত্যাদি	প্রাপ্ত বাড়ি ভাড়া ব্যাংক জমার সুদ বিনিয়োগের সুদ প্রদত্ত ঋণের সুদ প্রাপ্তি, উত্তোলনের সুদ প্রাপ্ত লভ্যাংশ শিক্ষানবীস সেলামী সম্পত্তি বিক্রয় জনিত মুনাফা ইত্যাদি	প্রত্যক্ষ খরচঃ পণ্য ক্রয়, ক্রয় পরিবহন, মজুরি, আমদানি শুল্ক, জাহাজ ভাড়া, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, ডক চার্জ। পরোক্ষ খরচঃ বেতন, ভাড়া, বিক্রয় পরিবহন মনিহারি, ডাক ও তার, বিমা খরচ, অফিস খরচ, বিজ্ঞাপন, অনাদায়ী পাওনা, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, ভ্রমন খরচ, রপ্তানি শুল্ক, কর ও অভিকর, আপ্যায়ন খরচ, সাধারণ খরচ, দেনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি, অবচয়, ইজারা সম্পত্তি ও সুনামের অবলোপন, বাট্টা প্রদান, প্যাকিং খরচ ইত্যাদি।	মূলধনের সুদ, ঋণের সুদ, কমিশন প্রদান, শিক্ষানবিশ ভাতা, আগুনে বিনষ্ট ক্ষতি, নগদ টাকা চুরি, ব্যাংক চার্জ, সম্পত্তি বিক্রয় জনিত ক্ষতি, ব্যাংক জমাতিরিক্ত সুদ, ইত্যাদি।

বহু ধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণীর নমুনা ছক

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নাম

বিশদ আয় বিবরণী

------ সালের --------- তারিখের সমাপ্ত বছরের

	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		**	
বাদ ফেরত		**	
বাদ বিক্রয় বাট্টা		**	
যোগ অলিখিত / ধারে বিক্রয়		**	
নীট বিক্রয়		**	***
বাদ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ঃ		**	

	টাকা	টাকা	টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ	**		
ক্রয়	**		
বাদ ফেরত	**		
বাদ ক্রয় বাট্টা	**	**	
যোগ অলিখিত ক্রয়		**	
মজুরি		**	
ক্রয় পরিবহন		**	
আমদানী শুল্ক		**	
ডক চার্জ ও জাহাজ ভাড়া		***	
(-) সমাপনী মজুদ পণ্য		***	***
মোট মুনাফা			***
যোগঃ			
পরোক্ষ পরিচালনা আয়ঃ			
কমিশন প্রাপ্তি		**	
প্রাপ্ত বাট্টা		**	
চালানী কারবারের মুনাফা		**	***
বিয়োগ পরিচালনা ব্যয়ঃ			***
বেতন		**	
ভাড়া		**	
মনিহারি		**	
বিজ্ঞাপন		**	
ডাক ও তার		**	
অনাদায়ী পাওনা	**		
যোগ নতুন সঞ্চিতি	**		
বাদ পুরাতন সঞ্চিতি	**	**	
কর ও অভিকর	**	**	
রফতানি শুল্ক		**	
অফিস বিদ্যুৎ খরচ		**	
প্যাকিং খরচ		**	
ভ্রমণ খরচ		**	
আপ্যায়ন		**	
অবচয় স্থায়ী সম্পত্তি		**	
সুনাম আলোপন		**	
ইজারা সম্পত্তি অবলোপন			***
			***
পরিচালনা মুনাফা			
যোগঃ			
অপরিচালনা আয়		**	
প্রাপ্ত ভাড়া		**	
বিনিয়োগের সুদ		**	
ব্যাংক জমার সুদ		**	
প্রদত্ত ঋণের প্রাপ্ত সুদ		**	
উত্তোলনের সুদ		**	
সঞ্চয় পত্রের সুদ		**	
লভ্যাংশ প্রাপ্তি		**	
শিক্ষানবিশ সেলামী		**	
সম্পদ বিক্রয় জনিত মুনাফা		**	***
বাদ অপরিচালনা ব্যয় / খরচ			***

	টাকা	টাকা	টাকা
প্রদত্ত কমিশন		**	
শিক্ষানবিশ ভাতা		**	
মূলধনের সুদ		**	
ঋণের সুদ		**	
ব্যাংক চার্জ		**	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত সুদ		**	
সম্পত্তি বিক্রয় জনিত ক্ষতি		**	
চুরি জনিত ক্ষতি		**	
নীট মুনাফা		**	***
			***

শিক্ষার্থীর কাজ	i) বিশদ আয় বিবরণী কয় প্রকার ও কি কি? ii) বহুধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণীর ধাপগুলি লেখুন।

সারসংক্ষেপ

- যে বিবরণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল লাভ বা ক্ষতি জানা যায় তাকে বিশদ আয় বিবরণী বলে।
- যে বিবরণীর বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ না করে মোট আয় থেকে মোট খরচ একসাথে বিয়োগ করে যে মুনাফা বা ক্ষতি পাওয়া যায় তাকে এক ধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোন জাতীয় ব্যয় বিশদ আয় বিবরণীতে অন্তর্ভূক্ত হয়?
(ক) মুনাফা জাতীয় (খ) মূলধন জাতীয় (গ) বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় (ঘ) মূলধনায়িত

২. অপরিচালনা আয়-
(i) বিনিয়োগের সুদ (ii) বিক্রয় (iii) শিক্ষানবিস সেলামী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩. অপরিচালিনা ব্যয়-
(i) মূলধনের সুদ (ii) শিক্ষানবিস ভাতা (iii) স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৪. বিশদ আয় বিবরণী কয় প্রকার?
(ক) ৫ (খ) ৪ (গ) ৩ (ঘ) ২

পাঠ-৯.৩ মালিকানা স্বত্ব বিবরণী এবং এর প্রস্তুত প্রনালী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মালিকানা স্বত্ব কী ও তা নির্ণয় করার ছক সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মালিকানা স্বত্ব বিবরণীর অন্যতম উদ্দেশ্য মালিকানা স্বত্ব জানা। মালিকের স্বত্বাধিকার বা মূলধন যে যে কারণে হ্রাস বৃদ্ধি হয় তার কারণ বিশ্লেষণ করে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে মালিকানা স্বত্ব বিবরণী বলে। মালিকানা স্বত্ব বিবরণীকে মালিকের মূলধন বিবরণীও বলা হয়। যে সমস্ত দফা দ্বারা মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পায় সেগুলি এই বিবরণীতে প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে যোগ এবং যে সমস্ত দফা দ্বারা মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায় প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে সেগুলি বিয়োগ করে দেখাতে হয়। যেমন- মূলধন (প্রারম্ভিক) + নিট লাভ - নিট ক্ষতি - উত্তোলন = মালিকানা স্বত্ব।

সুতরাং, মালিকানা স্বত্বাধিকার বিবরণী একটি আর্থিক বিবরণী যেখানে মালিকের মূলধন পরিবর্তন সংক্রান্ত যাবতীয় দফা সমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। মালিকানাস্বত্ব বিবরণীর ছক নিচে দেওয়া হলঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম
মালিকানাস্বত্ব বিবরণী
--------- সাল --------- তারিখে সমাপ্ত বছরের

প্রারম্ভিক মূলধন	***	
যোগঃ অতিরিক্ত মূলধন	***	
মূলধনের সুদ	***	
নীট লাভ	***	***
বিয়োগঃ		
নিট ক্ষতি	***	
উত্তোলন	***	
আয়কর	***	
উত্তোলনের সুদ	***	
জীবন বিমা প্রিমিয়াম	***	***
মালিকানা স্বত্ব		***

শিক্ষার্থীর কাজ	i) মালিকানা স্বত্ব বিবরণী ছকটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- মালিকানা স্বত্বাধিকার মূলধন = প্রারম্ভিক মূলধন + নীট লাভ - নীট ক্ষতি - উত্তোলন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মালিকানা স্বত্ব বিবরণীর উদ্দেশ্য কি?
(ক) মোট লাভ নির্ণয় করা (খ) নিট লাভ নির্ণয় (গ) মালিকানা স্বত্ব জানা (ঘ) আর্থিক অবস্থা জানা

২. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী আর্থিক বিবরণীর কততম ধাপ?
(ক) প্রথম ধাপ (খ) দ্বিতীয় ধাপ (গ) তৃতীয় ধাপ (ঘ) চতুর্থ ধাপ

৩. মালিকানা স্বত্ব এর অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহ-
(i) প্রারম্ভিক মূলধন (ii) উত্তোলন (iii) আয়কর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

পাঠ-৯.৪ স্থায়ী সম্পদ, বিনিয়োগ, চলতি সম্পদ, দীর্ঘ মেয়াদী ও চলতি দায়ের পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বিভিন্ন প্রকার সম্পদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

স্থায়ী সম্পদ: সে সকল সম্পদ একবার ক্রয় করে বহুদিন ধরে এর সুবিধা ভোগ করা যায় তাকে স্থায়ী সম্পদ বলে। অর্থাৎ যে স্থায়ী সম্পদের দ্বারা বহু দিন ধরে মুনাফা অর্জন করা যায় কিংবা ভোগ করা যায় তাকে স্থায়ী সম্পদ বলে। স্থায়ী সম্পদ দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহৃত হয়। এ সকল সম্পদ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় না বরং ব্যবসায়ের ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয়। যেমন, ভূমি, দালানকোঠা, কলকব্জা, আসবাবপত্র, ট্রেডমার্ক, সুনাম ইত্যাদি।

বিনিয়োগ ঃ যে অর্থ অতিরিক্ত আয় করার উদ্দেশ্য কাজে লাগানো হয় তাকে বিনিয়োগ বলে। বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয় অথবা অন্য কোন লাভজনক খাতে অতিরিক্ত আয় করা উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করে থাকে। যে বিনিয়োগ এক বছর কিংবা তার কম সময়ের জন্য করা হলে তাকে স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ পক্ষান্তরে এক বছরের অধিক সময়ের জন্য যে অর্থ খাটানো হয় তাকে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ বলে। স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ চলতি সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

চলতি সম্পদ ঃ যে সম্পদ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নগদ অর্থে পরিণত করা যায় তাকে চলতি সম্পদ বলে। এ সম্পদ বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে সম্পদের সুবিধা এক বছরের মত ভোগ করা যায় বা এক বছরের মধ্যে নগদ অর্থে পরিণত করা যায় তাকে চলতি সম্পদ বলে। চলতি সম্পদ সর্বদাই পরিবর্তনশীল। যেমন- হাতে নগদ, ব্যাংক জমা, প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য বিল, মজুদ পণ্য, অগ্রিম খরচ।

দীর্ঘ মেয়াদী দায় ঃ যে দায় এক বছরের অধিক সময় ধরে পরিশোধ করা যায় তাকে দীর্ঘ মেয়াদী দায় বলে। দীর্ঘ মেয়াদী দায় সাধারণত ১০ বা ২০ বছর বা তারও অধিক সময় ধরে পরিশোধ করা যায়। যেমন, ব্যাংক ঋণ, বন্ধকী ঋণ, ঋণপত্র, হাউজ বিল্ডিং ঋণ ইত্যাদি এর মেয়াদ দীর্ঘ সময়ে।

চলতি দায় ঃ যে দায় এক বছর কিংবা তার কম সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় তাকে চলতি দায় বলে। এই সকল দায় কম সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় এর মেয়াদ স্বল্প সময়ের। যেমন বিবিধ পাওনাদার, প্রদেয় বিল, প্রদেয় হিসাব, বকেয়া খরচ, আয়কর সঞ্চিতি, প্রস্তাবিত লভ্যাংশ, অগ্রিম আয় ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন প্রকার সম্পদের সংজ্ঞা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- সময়ের ভিত্তিতে সম্পদকে স্থয়ী, চলতি ও দীর্ঘমেয়াদি ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোনটি চলতি সম্পদ?
(ক) আসবাবপত্র (খ) প্যাটেন্ট (গ) মজুদ পণ্য (ঘ) সুনাম

২. কোনটি দীর্ঘ মেয়াদী দায়?
(ক) বিনিয়োগ (খ) বন্ধকী ঋণ (গ) ব্যাংক জমাতিরিক্ত (ঘ) বকেয়া খরচ

৩. স্থায়ী সম্পদ-
(i) আসবাবপত্র (ii) বিবিধ দেনাদার (iii) ভূমি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৪. দীর্ঘ মেয়াদী দায়-
(i) ব্যাংক ঋণ (ii) হাউজ বিল্ডিং ঋণ (iii) বকেয়া খরচ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

পাঠ-৯.৫ আর্থিক অবস্থার বিবরণী ও প্রস্তুত প্রণালী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আর্থিক অবস্থার বিবরণী কী?, ইহার বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল আর্থিক অবস্থা বিবরণী। কোন নির্দিষ্ট তারিখে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা তথা সম্পত্তি দায় এবং মালিকানা স্বত্বের যে বিবরণী তৈরি করা হয় তাকে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলা হয়। এক বছরের প্রত্যক্ষ আয় ব্যয় সমূহ এবং পরোক্ষ আয়-ব্যয় সমূহ দ্বারা বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করে মোট লাভ ও নীট লাভ জানা যায়। অন্যদিকে হিসাবকাল শেষে একটি নির্দিষ্ট তারিখে সকল সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্ব জাতীয় হিসাবসমূহ দ্বারা আর্থিক অবস্থা বিবরণী তৈরি করা হয়। আর্থিক অবস্থার বিবরণী দ্বারা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করা হয়। এটি হিসাব সমীকরণ (সম্পত্তি = দায় + স্বত্বাধিকার) এর গাণিতিক প্রকাশ। আর তাই আর্থিক অবস্থার বিবরণী নতুন কোন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি না করে উভয় দিকে যোগফলের সমতা সৃষ্টি করে।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীর বৈশিষ্ট্য

আর্থিক অবস্থার বিবরণী হল কোন নির্দিষ্ট তারিখে প্রস্তুতকৃত সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্বের একটি বিবরণী যা থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক চিত্র জানা যায়। আর্থিক অবস্থার বিবরণী নিম্নরূপঃ

১) আর্থিক অবস্থার বিবরণী হল প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্বের একটি তালিকা।
২) আর্থিক অবস্থার বিবরণী দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করে।
৩) আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উপরিভাগে সম্পদ এবং নিম্ন ভাগে দায় ও মালিকানা দাবী দেখানো হয়। ফলে সম্পত্তি ও দায়ের পারিস্পরিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়।
৪) মূলধন জাতীয় আয় ও ব্যয়, সম্পত্তি ও দায় সংক্রান্ত অথবা ব্যক্তিবাচক হিসাব দ্বারা আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করা হয়।
৫) আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে মোট সম্পদ এবং দায় ও মালিকানা স্বত্বের সমষ্টি সমান হয়ে থাকে।

অর্থাৎ সম্পদ = দায় + মালিকানা স্বত্ব।

আর্থিক অবস্থা বিবরণীর উদ্দেশ্য

আর্থিক অবস্থার বিবরণী ব্যবসায়ের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরে। আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১) আর্থিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা আর্থিক অবস্থা বিবরণীর অন্যতম উদ্দেশ্য।
২) প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সমূহের প্রকৃতি ও সঠিক মূল্যায়ন করা আর্থিক অবস্থা বিবরণীর অপর উদ্দেশ্য।
৩) প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার দেনার প্রকৃতি ও পরিমাণ সঠিকভাবে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে উল্লেখ করাও আর্থিক অবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।
৪) ব্যবসায়ের বকেয়া পাওনা ও দেনা এবং অগ্রিম আয়-ব্যয় সম্পর্কে অবগত করা আর্থিক অবস্থা বিবরণীর উদ্দেশ্য।
৫) আর্থিক অবস্থা বিবরণীর মাধ্যমে কারবারের কার্যকরী মূলধন সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

আর্থিক অবস্থা বিবরণীর প্রস্তুত প্রণালী

মূলধন সম্পত্তি ও দায়-হিসাব দ্বারা আর্থিক অবস্থা বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। নির্দিষ্ট আইটেমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় যোগ-বিয়োগ করে উদ্বৃত্তপত্র দেখানো হয়। যেমন মূলধনের সাথে নিট লাভ যোগ এবং নিট ক্ষতি বিয়োগ করে দেখাতে হবে। মূলধনের সুদ মূলধনের সাথে যোগ এবং উত্তোলন মূলধন থেকে বিয়োগ করে দেখাতে হবে।

নির্দিষ্ট সম্পত্তি হতে অবচয় বিয়োগ করে দেখানো হয়। আর্থিক বিবরণীর উপরে সম্পত্তিসমূহ এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীর নিচের দিকে দায়সমূহ বসাতে হবে। এগুলো লিপিবদ্ধ করার সময় কিছু নীতি অনুসরণ করতে হয়। এবার আসুন আমরা এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি।

আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে সম্পত্তি ও দায়সমূহ সাজানোর নীতি:

আর্থিক অবস্থার বিবরণী দুই স্তরে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রথম স্তরে সম্পদ এবং দ্বিতীয় স্তরে দায় সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। আবার উপস্থাপনার দিক বিবেচনা করে আর্থিক অবস্থা বিবরণীকে দ'ভাবে প্রস্তুত করা হয়।

যথাঃ (ক) অশ্রেণী বিন্যস্ত, (খ) শ্রেণি বিন্যস্ত

(ক) অশ্রেণী বিন্যস্ত আর্থিক অবস্থার বিবরণীকে সম্পত্তি ও দায়সমূহকে কোনরূপ শ্রেণী বিন্যাস ছাড়াই লিপিবদ্ধ করা হয়। অশ্রেণী বিন্যস্ত আর্থিক অবস্থা বিবরণীর ছক নিম্নরূপঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম
আর্থিক অবস্থা বিবরণী
---------- সাল -------- তারিখে প্রস্তুতকৃত।

বিবরণ	টাকা
সম্পদ সমূহঃ	
সুনাম	***
ভূমি ও দালানা কোঠা বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়	***
সমাপনী মজুদ পণ্য	***
বিনিয়োগ	***
বিবিধ দেনাদার বাদ অনাদায়ী দেনা/পাওনা	***
আসবাবপত্র বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়	***
প্রাপ্য বিল	***
নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ	***
মোট সম্পত্তি	***
দায় সমূহঃ	
বকেয়া খরচাবলি	***
ঋণ	***
পাওনাদার	***
প্রদেয় বিল	***
মালিকানা স্বত্বা	***
মোট দায় সমূহ	***

(খ) শ্রেণি বিন্যস্ত আর্থিক অবস্থা বিবরণীঃ

শ্রেণী বিন্যস্ত আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে দুইটি নীতি অনুসারণ করা হয়। যথাঃ ১) তারল্যের ক্রমানুসারে, ২) স্থায়িত্বের ক্রমানুসারে।

তারল্য ক্রমানুসারেঃ তারল্য হল, কোন সম্পত্তিকে নগদ অর্থে পরিবর্তন করার ক্ষমতা। যে সম্পত্তি দ্রুত নগদ অর্থে পরিণত করতে কম সময় লাগে তার তারল্য বেশী আর যে সম্পত্তির নগদ অর্থে পরিণত করতে সময় বেশী লাগে তার তারল্য কম। হাতে নগদের তারল্য সবচেয়ে বেশী এবং দেনাদারের নগদ অর্থ করতে সময় বেশী লাগে এবং সেজন্য দেনাদারের তারল্য কম। তারল্য ক্রমানুসারে সম্পদসমূহ যেমনঃ হাতে নগদ, ব্যাংক জমা, বিবিধ দেনাদার, প্রাপ্য বিল ইত্যাদি প্রথমে লিখতে হয় এবং এরপর শেষের দিকে অপেক্ষাকৃত কম তরল সম্পত্তি যেমন- ভূমি, আসবাবপত্র, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি লিখতে হয়। এই নীতি অনুসারে যে দায় আগে পরিশোধ হয় সে দায় প্রথম দেখাতে হয়। তাই ব্যাংক জমাতিরিক্ত, স্বল্প মেয়াদী ঋণ, বকেয়া খরচ, প্রদেয় বিল, বিবিধ পাওনাদার ইত্যাদি দেখানোর পর মূলধন সর্বশেষ দেখানো হয়।

স্থায়িত্বের ক্রমানুসারেঃ এই নীতি অনুযায়ী স্থায়ী সম্পত্তি যেমনঃ সুনাম, ভূমি, দালান কোঠা, যন্ত্রপাতি প্রথমে দেখতে হয় এবং চলতি সম্পদ পরে দেখাতে হয়। অনুরূপভাবে দায়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী দায় আগে বসে যেমন, ব্যাংক ঋণ, বন্ধকী ঋণ ও ঋণপত্র ইত্যাদি এবং চলতি দায়, যে দায় আগে পরিশোধ করতে হয় তা পরে বসাতে হয়। যেমনঃ বকেয়া খরচ, ব্যাংক জমাতিরিক্ত, পাওনাদার, প্রদেয় বিল ইত্যাদি।

নিচে তারল্য অগ্রাধিকার পদ্ধতিতে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর নমুনা দেয়া হলঃ

জাওয়াদ ট্রেডাস
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
------- সালের ------ তারিখের প্রস্তুতকৃত

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তি সমূহঃ		
চলতি সম্পত্তিঃ		
নগদ/নগদান হিসাব	***	
ব্যাংক জমা	***	

বিবরণ		টাকা	টাকা
প্রাপ্য বিল		***	
দেনাদার	***		
(-) অনাদায়ী পাওনা/অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	***	***	
সমাপনী মজুদ পণ্য		***	
মোট চলতি সম্পত্তি			***
বিনিয়োগ			***
স্থায়ী সম্পত্তিঃ			
আসবাবপত্র	***		
(-) অবচয়	***	***	
ভূমি ও দালানকোঠা	***		
(-) অবচয়	***	***	
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	***		
(-) অবচয়	***	***	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি			***
সুনাম			***
মোট সম্পত্তি			***
দায় ও মালিকানাস্বত্বঃ			
দায়সমূহঃ			
চলতি দায়ঃ			
বকেয়া খরচ		***	
প্রদেয় বিল		***	
পাওনাদার		***	
অগ্রিম প্রাপ্ত আয়		***	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		***	
পুঞ্জিভূত অবচয়সমূহ		***	
মোট চলতি দায়			***
ঋণ ও দীর্ঘমেয়াদী দায়ঃ			
ঋণ		***	
ব্যাংক ঋণ		***	
বন্ধকী ঋণ		***	
মোট ঋণ ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ			***
মোট দায়			***
মালিকানা স্বত্বঃ			
মূলধন		***	
(+) অতিরিক্ত মুলধন		***	
(-) উত্তোলন		***	
(+) নিট লাভ		***	
মোট মালিকানা স্বত্ব			***
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			***

বি:দ্রঃ নিট লাভের পরিবর্তে যদি নিট ক্ষতি হয় তবে মুলধন থেকে বাদ দিতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	i) আর্থিক অবস্থা বিবরণী কি? ii) তারল্য নীতি কি? iii) স্থায়ীত্বের নীতি কি?

সারসংক্ষেপ

- যে বিবরণীর, মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দায় ও মালিকানাস্বত্বের চিত্র ফুটে উঠে তাকে আর্থিক অবস্থায় বিবরণী বলে।
- আর্থিক অবস্থার বিবরণী সম্পত্তি, দায় ও মালিকানাস্বত্বের একটি তালিকা। ব্যবসায়ের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা আর্থিক অবস্থা বিবরণীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোনটি সত্য?
(ক) দায়+মূলধন = সম্পত্তি (খ) দায়+সম্পত্তি = মূলধন (গ) সম্পত্তি+মূলধন = দায় (ঘ) কোনটি নয়

২. নিচের কোন আইটেমের তারল্য সবচেয়ে বেশী?
(ক) যন্ত্রপাতি (খ) দেনাদারের (গ) মজুদ পণ্য (ঘ) নগদ

৩. কোন নীতি অনুযায়ী উদ্বৃত্তপত্রে দায় ও সম্পত্তি সাজানো হয়?
(ক) তারল্য ক্রমানুসারে (খ) স্থায়ীত্বের নীতি অনুসারে (গ) উভয়টি (ঘ) কোনটি নয়

৪. আর্থিক অবস্থা বিবরণীর মূল উদ্দেশ্য কী?
(ক) আর্থিক ফলাফল (খ) আর্থিক বিশ্লেষণ (গ) আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (ঘ) আর্থিক অবস্থা নিরূপন

৫. আর্থিক অবস্থা বিবরণী সাজানোর কোন নীতিটি জনপ্রিয়?
(ক) তারল্য নীতি (খ) স্থায়িত্ব নীতি (গ) মিশ্রনীতি (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৯.৬ প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকালে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন (Preparation of Financial Statement)

রেওয়ামিলে সম্পত্তি, দায়, আয়, ব্যয় এবং মূলধন এই ৫ ধরণের হিসাব থাকে। রেওয়ামিল থেকে পাঁচ ধরণের হিসাব নিয়ে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। হিসাববিজ্ঞানের মিলকরণ নীতি (matching principle) অনুসরণ করে আর্থিক বিবরণীর বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করা হয়। একটি নির্দিস্ট হিসাব মেয়াদের সকল মুনাফাজাতীয় আয়কে বিশদ আয় বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হয়। ঐ হিসাব মেয়াদের পূর্বের বছর এবং পরের বছরের কোন আয় ব্যয় চলতি বছরের কোন আয়-ব্যয় বলে গণ্য করা যাবে না। আমরা পূর্বেই বলেছি সাধারণত রেওয়ামিলের তথ্যাদির ভিত্তিতে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এ কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কারণ রেওয়ামিলে সব তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। রেওয়ামিলের বাইরেও প্রচুর তথ্য থাকে। যেমন বকেয়া বা অগ্রিম আইটেম, সমাপনী মজুদ পণ্য ইত্যাদি। এই আইটেমগুলো রেওয়ামিলে দেখানো যায় না। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় এই তথ্যগুলোতে হিসাবভুক্ত করতে হয়। রেওয়ামিল বহির্ভূত বিভিন্ন তথ্য হিসাবভুক্ত করার পদ্ধতিকে সমন্বয় সাধন বলা হয়।

আর্থিক বিবরণী প্রণয়নকালে সাধারণত যে সকল সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজন হয় সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হলঃ

১। **বকেয়া খরচ ঃ** ধরুন একটি প্রতিষ্ঠানে চলতি বছরের বেতন বাবদ ২,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে অথচ হিসাবভুক্ত হয়নি। এক্ষেত্রে বিশদ আয় বিবরণীতে বেতন খরচ হিসাবে দেখাতে হবে। আবার সমপরিমাণ টাকা বকেয়া বেতন চলতি দায় হিসাবে আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে দেখতে হবে।

২। **অগ্রিম ব্যয় ঃ** কোন প্রতিষ্ঠানের চলতি বছরের কোন খরচের মধ্যে অগ্রিম প্রদত্ত কোন খরচ অন্তর্ভূক্ত হলে তা বিশদ আয় বিবরণীতে চলতি সম্পত্তি হিসাবে দেখাতে হবে।

৩। **বকেয়া আয় ঃ** কোন প্রতিষ্ঠনের নির্দিষ্ট হিসাবকালে কোন মুনাফা জাতীয় আয় বকেয়া থাকলে বিশদ আয় বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট আয়ের সাথে যোগ এবং আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে প্রাপ্য বা বকেয়া আয় হিসাবে চলতি সম্পদ দেখাতে হবে।

৪। **অগ্রিম প্রাপ্ত আয় ঃ** অগ্রিম প্রাপ্ত আয় চলতি বছরে আয় হিসাবে বিবেচনা না করে এবং চলতি বছরের আয়ের মধ্যে অগ্রিম প্রাপ্ত আয় অন্তর্ভূক্ত থাকলে বিশদ আয় বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট আয় থেকে বিয়োগ এবং আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে চলতি দায় হিসাবে দেখাতে হবে। উদাহরণঃ শিক্ষানবিশ সেলামী ৩ বছরের জন্য পাওয়া গিয়াছে ৯,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে শিক্ষানবিস সেলামী ২ বৎসরের অগ্রিম ৬,০০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে শিক্ষানবিস সেলামী থেকে বিয়োগ করতে হবে এবং আর্থিক অবস্থা বিবরণীকে চলতি দায় অগ্রিম প্রাপ্ত শিক্ষানবিশ সেলামী হিসাবে ৬,০০০ টাকা দেখাতে হবে।

৫। **সমাপনী মুজদ পণ্য ঃ** ব্যবসা একটি চলমান প্রক্রিয়া। নির্দিষ্ট সময়ের শেষ দিনে কিছু না কিছু পণ্য অবিক্রিত থেকে যায় এটাই সমাপনী মজুদ পণ্য। সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য বা বাজারমূল্য কম বেশী হলে হিসাব বিজ্ঞানের রক্ষণশীল নীতি অনুসারে এই দুই মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটিই সমাপনী মজুদ পণ্য হিসাবে ধরতে হয়। সমাপনী মজুদ পণ্য বিশদ আয় বিবরণীতে ক্রয় থেকে বিয়োগ এবং আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে চলতি সম্পদ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

৬। **অবচয় ঃ** সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে ব্যবহারজনিত ক্ষতি হয়। এই ব্যবহারজনিত ক্ষতিকেই অবচয় বলা হয়। অবচয় বিশদ আয় বিবরণীতে অবচয় খরচ হিসাবে দেখাতে হবে এবং আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে পুঞ্জিভূত অবচয় সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি থেকে বিয়োগ করে দেখাতে হবে।

৭। **অনাদায়ী পাওনা ঃ** ধারে বিক্রয়ের পুরো টাকা আদায় করা সম্ভব হয় না। যে অংশ আদায় হয় না তাকে অনাদায়ী পাওনা বলে। অনাদায়ী পাওনা i) বিশদ আয় বিবরনীতে পরিচালনা খরচ হিসাবে দেখাতে হবে এবং ii) আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার হিসাব থেকে বিয়োগ করতে হবে।

৮। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ঃ দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব সম্পূর্ণ আদায় নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাবের যে অংশ আদায় হবে না তা বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট দেনাদারের উপর নির্দিষ্ট শতকরা হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয়। এই সঞ্চিতি বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালনা খরচ হিসাবে দেখাতে হবে এবং আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে দেনাদার থেকে বিয়োগ করতে হবে।

৯। অব্যবহৃত মনিহারি ঃ মনিহারি বলতে ফাইল, খাতা, কলম এবং অন্যন্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রকে বুঝায়। অব্যবহৃত মনিহারি বিশদ আয় বিবরণীতে মনিহারি খরচ থেকে বিয়োগ করতে হবে এবং আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে চলতি সম্পদে অব্যবহৃত মনিহারি হিসাবে দেখাতে হবে।

১০। মূলধনের সুদ ঃ মূলধনের সুদ ব্যবসায়ের একটি খরচ। মূলধনের সুদ বিশদ আয় বিবরণীতে অপরিচালনা খরচ হিসাবে দেখাতে হবে এবং আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে মূলধনের সাথে যোগ করে দেখাতে হবে।

১১। উত্তোলনের সুদ ঃ উত্তোলনের সুদ ব্যবসায়ের অপরিচালনা আয় হিসাবে বিশদ আয় বিবরণীতে দেখাতে হবে এবং আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে মূলধন হতে বিয়োগ করতে হবে।

১২। মালিকের পণ্য উত্তোলন ঃ মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন করলে ক্রয় হ্রাস পায়। তাই পণ্য উত্তোলন বিশদ আয় বিবরণীতে ক্রয় থেকে বিয়োগ করতে হবে এবং আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে মূলধন থেকে বিয়োগ করতে হবে।

১৩। বিলম্বিত খরচ ঃ কিছু কিছু মুনাফা জাতীয় খরচ আছে যেগুলি হতে একাধিক বছরের সুবিধা পাওয়া যায় বলে ঐ জাতীয় খরচ একটি আর্থিক বছরে খরচ হিসাবে না দেখিয়ে কয়েকটি আর্থিক বছরে খরচ হিসাবে দেখাতে হয়। যেমন- বিজ্ঞাপন খরচ, এক্ষেত্রে মোট বিজ্ঞাপন খরচ হতে বিশদ আয় বিবরণীতে বিলম্বিত খরচ হিসাবে বিয়োগ করতে হবে এবং আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে সম্পদ পার্শ্বে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন হিসাবে দেখাতে হবে।

১৪। দূর্ঘটনায় বা আগুনে বিনষ্ট পণ্য ঃ এটি ব্যবসায়ের অস্বাভাবিক ক্ষতি। আগুনে বিনষ্ট পণ্য যদি হিসাবভুক্ত না হয়ে থাকে তবে বিশদ আয় বিবরণীতে ক্রয় হতে বিয়োগ এবং অপরিচালনা খরচ হিসাবে দেখাতে হবে। আগুনে বিনষ্ট পণ্য, সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়নের পরক্ষণে হয়ে থাকলে সমাপনী মজুদ পণ্য হতে বিয়োগ করতে হয়।

১৫। ক্রয় ও বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত ভ্যাট ঃ ক্রয়ের উপর ভ্যাট এবং বিক্রয়ের উপর ভ্যাট ব্যবসায়ের আয় বা ব্যয় কিছুই নয়। তাই ক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ভ্যাট ক্রয় হতে বিয়োগ এবং বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ভ্যাট বিক্রয় থেকে বিয়োগ করতে হবে। আর ক্রয়ের উপর ভ্যাট বিক্রয়ের উপর ভ্যাট থেকে বড় হলে আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে চলতি ভ্যাট হিসাবে সম্পদ পাশে এবং ক্রয়ের উপর ভ্যাট বিক্রয়ের উপর ভ্যাট থেকে ছোট হলে আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে চলতি দায় হিসাবে দেখাতে হয়।

আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে কতিপয় সমন্বয় ও সমাধান

১। সমাপনী মজুদ পণ্য ১,০০,০০০ টাকায় মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বিশদ আয় বিবরণী	টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ঃ প্রারম্ভিক মজুদ *** ক্রয় *** *** (-) সমাপনী মজুদ ১,০০,০০০	*** 	সম্পদ সমূহঃ চলতি সম্পদঃ সমাপনী মজুদ পণ্য	১,০০,০০০

২। সমাপনী মজুদ পণ্য ১,০০,০০০ টাকা যার মধ্যে অব্যবহৃত মনিহারি অন্তর্ভুক্ত আছে ১০০০ টাকা। রেওয়ামিলে মনিহারি আছে ৪০০০ টাকা।

বিশদ আয় বিবরণী	টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ঃ প্রারম্ভিক মজুদ *** ক্রয় *** *** (-) সমাপনী মজুরী পণ্য (১০০০০০-১০০০) ৯৯০০০	***	চলতি সম্পদঃ সমাপনী মজুদ পণ্য ১০০০০০ (-) অব্যবহৃত মনিহারি ১০০০	৯৯০০০
পরিচালনা খরচঃ মনিহারি ৪০০০ (-) অব্যবহৃত মনিহারি ১০০০	৩০০০	অব্যবহৃত মনিহারি	১০০০

৩। সমাপনী মজুদ পণ্য ১,০০,০০০ টাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই মূল্যায়নের পরক্ষণে ১০,০০০ টাকা পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়েছে। বিমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয় নাই।

বিশদ আয় বিবরণী	টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ঃ		চলতি সম্পদঃ	
প্রারম্ভিক মজুদ ***		সমাপনী মজুদ পণ্য	
ক্রয় ***	***	(১০০০০০-১০০০০)	৯০,০০০
(-) আগুনে বিনষ্ট পণ্য ১০,০০০			
বাদ, সমাপনী মজুদ পণ্য	৯০০০০		
মোট লাভ / মুনাফা	***		
বাদ অপরিচালনা খরচ			
আগুনে বিনষ্ট ক্ষতি	১০,০০০		

৪। সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে ১,০০,০০০ টাকা। এই মূল্যায়নের পূর্বে ২০,০০০ টাকার মূল্য আগুনে বিনষ্ট হয়েছে। যা বিমা কোম্পানী ১২,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে।

বিশদ আয় বিবরণী	টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ঃ		চলতি সম্পদঃ	
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ***		সমাপনী মজুদ পণ্য	১০০০০০
ক্রয় ***		বিমা কোং / প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ	১২০০০
(-) আগুনে বিনষ্ট পণ্য ২০,০০০			
***			
বাদ, সমাপনী মজুদ পণ্য ১০০০০০	**		
মোট মুনাফা/আয়	***		
বাদ অপরিচালনা খরচাবলীঃ			
আগুনে বিনষ্ট ক্ষতি			
(২০০০০-১২০০০)	৮০০০		

৫। ধারে ক্রয় ১০০০০ টাকা এখনও হিসাবভুক্ত হয়নি।

বিশদ আয় বিবরণী		টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ঃ			দায়ঃ	
ক্রয়	***		প্রদেয় হিসাব ***	
যোগ অলিখিত ক্রয়	১০,০০০	***	(+) অলিখিত ক্রয় ১০,০০০	***

৬। ধারে বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা এখনও হিসাবভুক্ত হয় নি।

বিশদ আয় বিবরণী		টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
বিক্রয়	***		চলতি সম্পদ	
যোগ অলিখিত বিক্রয়	১৫,০০০	***	প্রাপ্য হিসাব ***	
			(+)অলিখিত বিক্রয় ১৫০০০	***

৭। মুনাফাবিহীন পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে।

বিশদ আয় বিবরণী		টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
বিক্রয়	***			
বাদ মুনাফাবিহীন বিক্রয়	৫,০০০	***		
(-) বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ঃ				
ক্রয়	***			
বাদ মুনাফাবিহীন বিক্রয়	৫,০০০	***		

৮। শিক্ষানবিশ সেলামি ৪,০০০ টাকা ৪ বছরের জন্য পাওয়া গেছে।

বিশদ আয় বিবরণী		টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
অপরিচালনা আয়ঃ শিক্ষানবিশ সেলামি বাদ অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামি	 ৪,০০০ ৩,০০০	 ১,০০০	চলতি দায় অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামি	 ৩,০০০

৯। রেওয়ামিলে বিজ্ঞাপন উল্লেখ আছে ৫,০০০ টাকা যার ৬০% বিলম্বিত করতে হবে।

বিশদ আয় বিবরণী		টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
পরিচালনা খরচঃ বিজ্ঞাপন বাদ বিলম্বিত বিজ্ঞাপন	 ৫,০০০ ৩,০০০	 ২,০০০	বিলম্বিত বিজ্ঞাপন	৩,০০০

১০। রেওয়ামিলে বিজ্ঞাপন আছে ৩০,০০০ টাকা । বিজ্ঞাপনের ২০% অবলোপন করুন।

বিশদ আয় বিবরণী		টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
পরিচালনা খরচঃ বিজ্ঞাপন (-) বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ৮০%	 ৩০,০০০ ২৪,০০০	 ৬,০০০	বিলম্বিত বিজ্ঞাপন	২৪,০০০

১১। রেওয়ামিলে বিজ্ঞাপন ১০,০০০ টাকা আছে। সমন্বয়ে ৫টি আর্থিক বছরের জন্য প্রদত্ত।

বিশদ আয় বিবরণী		টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
পরিচালনা খরচঃ বিজ্ঞাপন বাদ ৪ বৎসর বিলম্বিত	 ১০,০০০ ৮,০০০	 ২,০০০	বিলম্বিত বিজ্ঞাপন	৮,০০০

১২। বকেয়া বেতন ৫০০ টাকা। রেওয়ামিলে বেতন আছে ৫০০০ টাকা।

বিশদ আয় বিবরণী		টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
পরিচালনা খরচঃ বেতন (+) বকেয়া	 ৫,০০০ ৫০০	 ৫৫০০	চলতি দায়ঃ বকেয়া বেতন	৫০০

১৩। ভাড়া অগ্রিম ১,০০০ টাকা প্রদত্ত। রেওয়ামিলে ভাড়া আছে ১২০০০ টাকা।

বিশদ আয় বিবরণী		টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
পরিচালনা খরচঃ ভাড়া বাদ অগ্রিম	 ১২,০০০ ১,০০০	 ১১,০০০	চলতি সম্পদঃ অগ্রিম ভাড়া	 ১,০০০

১৪। রেওয়ামিলে ১০% ঋণ ৩০,০০০ টাকা আছে এবং ঋণের সুদ ডেবিট আছে ১০০০ টাকা।

বিশদ আয় বিবরণী		টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
ঋণের সুদ (+) বকেয়া সুদ	১,০০০ ২,০০০	 ৩০০০	দায় সমূহঃ ১০% ঋণ ৩০,০০০ (+) বকেয়া সুদ ২,০০০	 ৩২,০০০

১৫। রেওয়ামিলে ৬% ঋণ (১-৪-১৩) ২০,০০০ টাকা। হিসাব বছর ২০১৩। সমাধান $(২০,০০০ \times ৬\% \times \frac{৯}{১২}) =$ ৯০০ টাকা।

বিশদ আয় বিবরণী		টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
অপরিচালনা ব্যয়ঃ ঋণের সুদ		 ৯০০	দায় সমূহঃ ৬% ঋণ (১-৪-১৩) ২০,০০০ (+) বকেয়া সুদ ৯০০	 ২০,৯০০

১৬। রেওয়ামিলে ১০% বিনিয়োগের ১০,০০০ টাকা।

সমাধানঃ বিনিয়োগের সুদ = ১০,০০০ × ১০% = ১,০০০ টাকা

বিশদ আয় বিবরণী	টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী		টাকা
অপরিচালনা আয়ঃ		সম্পদ সমূহঃ		
বিনিয়োগের সুদ	১,০০০	১০% বিনিয়োগ	১০,০০০	
		(+) বকেয়া সুদ	১,০০০	১১,০০০

১৭। প্রাপ্য হিসাবের ২,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% সঞ্চিতি ধরতে হবে। রেওয়ামিলে প্রাপ্য হিসাব ২৫,০০০ টাকা এবং অনাদায়ী পাওয়া সঞ্চিতি ১,০০০ টাকা।

সমাধানঃ নতুন সঞ্চিতি ২৫,০০০ - ২,০০০ = ২৩,০০০ × ৫% = ১,১৫০ টাকা।

বিশদ আয় বিবরণী		টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী		টাকা
অনাদায়ী পাওনা	২,০০০		চলতি সম্পদঃ		
(+) নতুন সঞ্চিতি	১,১৫০		প্রাপ্য হিসাব	২৫,০০০	
	৩,১৫০		(-) অনাদায়ী পাওনা	২,০০০	
(-) পুরাতন সঞ্চিতি	১,০০০			২৩,০০০	
		২১৫০	(-) নতুন সঞ্চিতি	১,১৫০	২১,৮৫০

১৮। কু-ঋণ সঞ্চিতি ৫,০০০ টাকায় উন্নীত কর। রেওয়ামিলে অনাদায়ী পাওনা আছে ২,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাব আছে ৫০,০০০ টাকা এবং কু-ঋণ সঞ্চিতি আছে ৩,০০০ টাকা।

বিশদ আয় বিবরণী	টাকা	টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী		টাকা
পরিচালনা খরচাবলিঃ			চলতি সম্পদঃ		
অনাদায়ী পাওনা	২,০০০		প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
(+) নতুন সঞ্চিতি	৫,০০০		(-) নতুন সঞ্চিতি	৫,০০০	
	৭,০০০				৪৫,০০০
(-) পুরাতন সঞ্চিতি	৩,০০০	৪০০০			

১৯। কু-ঋণ সঞ্চিতি আরো বৃদ্ধি করুন ৩,০০০ টাকা। রেওয়ামিলে প্রাপ্য হিসাব ৭০,০০০ টাকা, কু-ঋণ ২,০০০ টাকা এবং কু-ঋণ সঞ্চিতি দেয়া আছে ৪,০০০ টাকা।

সমাধানাঃ

নতুন কু-ঋণ সঞ্চিতিঃ

পুরাতন সঞ্চিতি ৪,০০০ টাকা

যোগ আরো বৃদ্ধি ৩,০০০ টাকা

৭,০০০ টাকা

বিশদ আয় বিবরণী	টাকা	টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী		টাকা
পরিচালনা খরচঃ			চলতি সম্পদঃ		
কু-ঋণ	২,০০০		প্রাপ্য হিসাব	৭০,০০০	
(+) নতুন কু-ঋণ সঞ্চিতি	৭,০০০		(-) নতুন সঞ্চিতি	৭,০০০	
	৯,০০০				৬৩,০০০
(-) পুরাতন কু-ঋণ সঞ্চিতি	৪,০০০	৫,০০০			

২০। আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধার্য করুন। রেওয়ামিলে আসবাবপত্র ১০০০০ টাকা।

সমাধান অবচয় = ১০,০০০ × ১০% = ১০০০ টাকা।

বিশদ আয় বিবরণী	টাকা	টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী		টাকা
পরিচালনা খরচঃ			স্থায়ী সম্পদঃ		
আসবাবপত্র অবচয়		১,০০০	আসবাবপত্র	১০,০০০	
			(-) পুঞ্জিভূত অবচয়	১,০০০	৯,০০০

২১। রেওয়ামিলে ক্রয় ও বিক্রয় (১৫% ভ্যাট সহ) যথাক্রমে ২,৩০,০০০ টাকা এবং ৪,৬০,০০০ টাকা।
সমাধানঃ

গণনা: ক্রয় ভ্যাট / প্রদত্ত ভ্যাট $২,৩০,০০০ \times \frac{১৫}{১১৫} = ৩০,০০০$ টাকা

বিক্রয় ভ্যাট / প্রাপ্ত ভ্যাট $৪,৬০,০০০ \times \frac{১৫}{১১৫} = ৬০,০০০$ টাকা

বিশদ আয় বিবরণী	টাকা	টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা	টাকা
ক্রয় (-) ভ্যাট বিক্রয় (-) প্রাপ্ত ভ্যাট	২,৩০,০০০ ৩০,০০০ ৪,৬০,০০০ ৬০,০০০ ৪,০০,০০০	 ২,০০,০০০ ৪,০০,০০০	চলতি দায়ঃ চলতি ভ্যাট হিসাব	 (৬০,০০০ - ৩০,০০০)	 ৩০,০০০

২২। রেওয়ামিল

ক্রমিক	হিসাবের নাম	খঃ পৃঃ	ডেবিট	ক্রেডিট
	ক্রয় ও বিক্রয় (১৫% ভ্যাটসহ) ফেরত বিক্রয় বাট্টা ও ক্রয় বাট্টা ভ্যাট চলতি হিসাব		৭২,০০০ ৩,০০০ ২,০০০ ৩,০০০	১,২০,০০০ ২,০০০ ১,০০০

সমাধানঃ

প্রদত্ত ভ্যাট $= \text{নিট ক্রয়} \times \frac{১৫}{১১৫}$

$= ৬৯০০০ \times \frac{১৫}{১১৫} = ৯০,০০০$

প্রাপ্ত ভ্যাট $= \text{নিট বিক্রয়} \times \frac{১৫}{১১৫}$

$= ১,১৫,০০০ \times \frac{১৫}{১১৫} = ১৫,০০০$

বিশদ আয় বিবরণ	টাকা	টাকা	আর্থিক অবস্থা বিবরণী	টাকা	টাকা
বিক্রয় (-) ফেরত (-) বাট্টা (-) ১৫% ভ্যাট ক্রয় (-) ফেরত (-) বাট্টা (-) ভ্যাট ১৫%	১,২০,০০০ ৩,০০০ ১,১৭,০০০ ২,০০০ ১,১৫,০০০ ১৫,০০০ ৭২,০০০ ২,০০০ ৭০,০০০ ১,০০০ ৬৯,০০০ ৯,০০০	 ১,০০,০০০ ৬০,০০০	দায় সমূহঃ চলতি ভ্যাট	{১৫,০০০- (৩,০০০+ ৯,০০০)}	 ৩,০০০

২৩। চালানি কারবারে প্রেরিত পণ্যের সম্পূর্ণ ৮,০০০ টাকা বিক্রয় করা হয়েছে। বিক্রয়ের উপর প্রতিনিধি কমিশন ৫%। রেওয়ামিলে চালানি কারবারে পণ্য প্রেরণ দেয়া আছে ৬,০০০ টাকা।

সমাধানঃ

চালানি কারবারের মুনাফাঃ

চালানি পণ্যে বিক্রয়মূল্য	৮,০০০ টাকা	
(-) কমিশন (৮০০০×৫%)	৪০০	
		৭,৬০০
(-) ক্রয়মূল্য		৬,০০০
		১,৬০০ টাকা

বিশদ আয় বিবরণী	টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা	টাকা
		চলতি সম্পদঃ		
পরোক্ষ পরিচালনা আয়:		প্রতিনিধির নিকট পাওনা	৬,০০০	
চালানি কারবারের মুনাফা	১,৬০০	(+) মুনাফা	১,৬০০	৭,৬০০

২৪। কমিশন চার্জের পূর্বের নিট মুনাফার উপর ম্যানেজার কমিশন পাবে ৫% চলতি বছরের কমিশন চার্জের পূর্বে নিট মুনাফা ১০,০০০ টাকা

সমাধানঃ ব্যবস্থাপকের কমিশন $= ১০,০০০ \times \frac{৫}{১০০} = ৫০০$ টাকা

বিশদ আয় বিবরণী	টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
অপরিচালনা খরচঃ		চলতি দায়ঃ	
ব্যবস্থাপকের কমিশন	৫০০	প্রদেয় ব্যবস্থাপকের কমিশন	৫০০

২৫। কমিশন চার্জের পরবর্তী মুনাফার উপর ৫% কমিশন। চলতি বছরের কমিশন চার্জের পূর্বে নিট মুনাফা ১০,৫০০ টাকা।

সমাধানঃ ব্যবস্থাপকের কমিশন $= ১০,৫০০ \times \frac{৫}{১০৫} = ৫০০$

চলতি বছরের কমিশন চার্জের পূর্বে নিট মুনাফা ১০,০০০ টাকা

ব্যবস্থাপকের কমিশন $= ১০,০০০ \times \frac{৫}{১০৫} = ৫০০$ টাকা

বিশদ আয় বিবরণী	টাকা	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	টাকা
ব্যবস্থাপকের কমিশন	৫০০	চলতি দায়ঃ	
		প্রদেয় ব্যবস্থাপকের কমিশন	৫০০

শিক্ষার্থীর কাজ	নীচের লেনদেনগুলি দ্বারা সমন্বয় দাখিলা দেখাও। i) বকেয়া বেতন ৫০০ টাকা। ii) ভাড়া অগ্রিম ১০০০ টাকা।

সারসংক্ষেপ

- রেওয়ামিল থেকে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। রেওয়ামিলের হিসাবগুলো আর্থিক বিবরণীতে শুধুমাত্র একবারই হিসাবভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ, রেওয়ামিলের আইটেমগুলো বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে যে কোন একটিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। আর্থিক বিবরণীতে প্রতিটি সমন্বয় দুটি হিসাবকে প্রভাবিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বকেয়া ব্যয় একটি-
(ক) দায় (খ) আয় (গ) সম্পত্তি (ঘ) কোনটি নয়

২. অবচয় কি ধরনের ব্যয়?
(ক) মূলধন জাতীয় (খ) মুনাফা জাতীয় (গ) বিলম্বিত (ঘ) কোনটি নয়

৩. প্রতিটি সমন্বয় কয়টি হিসাবকে প্রভাবিত করে?
(ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

৪. অনাদায়ী পাওনা কিসের উপর নির্ভর করে ধার্য করা হয়?
(ক) বিবিধ দেনাদার (খ) বিবিধ পাওনাদার (গ) প্রাপ্য বিল (ঘ) প্রদেয় বিল

ব্যবহারিক উদাহরণ

এক ধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণী

উদাহরণ ঃ ১

জনাব কামালের হিসাব বই থেকে ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের তথ্যাবলি নিম্নরূপঃ

জনাব কামাল

রেওয়ামিল

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
নগদ	২০,০০০	
সেবা আয়		৯০,০০০
মূলধন		৬০,০০০
সরঞ্জাম	৩০,০০০	
উত্তোলন	২০,০০০	
বেতন	৩৫,০০০	
বিজ্ঞাপন	১২,০০০	
ভাড়া	২০,০০০	
মনিহারি	৩,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৩০,০০০
	১,৮০,০০০	১,৮০,০০০

অন্যান্য তথ্যাবলি

১) সেবা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু এখনও বিল পাওয়া যায়নি ১০,০০০ টাকা।
২) ভাড়া অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে ৩,০০০ টাকা এবং বেতন বকেয়া আছে ২,০০০ টাকা।
৩) স্থায়ী সম্পত্তি উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়

(ক) মোট প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় করুন।
(খ) বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।
(গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করুন।

সমাধান- ১

(ক) মোট প্রাপ্য হিসাব নির্ণয় করঃ

প্রাপ্য হিসাব	৪০০০০ টাকা
যোগ অনাদায়ী আয়	১০০০০ টাকা
	৫০০০০ টাকা

জনাব কামাল

বিশদ আয় বিবরণী (এক ধাপ বিশিষ্ট)

২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
আয় সমূহঃ		৯০,০০০	
সেবা আয়		১০,০০০	
যোগ বকেয়া			১,০০,০০০
বাদ খরচ সমূহঃ			
বেতন	৩৫,০০০		

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
যোগ বকেয়া	২,০০০	৩৭,০০০	
বিজ্ঞাপন		১২,০০০	
ভাড়া	২০,০০০		
(-) অগ্রিম	৩,০০০	১৭,০০০	
মনিহারি		৩,০০০	
অবচয় সরঞ্জাম		৩০০০	
নিট মুনাফা			৭২০০০
			২৮০০০

জনাব কামাল
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১১

হিসাবের নাম		টাকা	টাকা
সম্পদ সমূহঃ			
নগদ		২০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব		৫০,০০০	
সরঞ্জাম	৩০,০০০		
(-) অবচয়	৩,০০০	২৭,০০০	
ভাড়া অগ্রিম		৩,০০০	১,০০,০০০
দায় সমূহঃ			
মালিকানা স্বত্বঃ			
মূলধন	৬০,০০০		
যোগঃ নিট মুনাফা	২৮,০০০		
	৮৮,০০০		
বাদ উত্তোলন	২০,০০০	৬৮,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৩০,০০০	
বকেয়া বেতন		২,০০০	১,০০,০০০

উদাহরণঃ ০২

২০১২ সালের জানুয়ারি ১ তারিখের ঢাকা ভিউ মোটেল ব্যবসা শুরু করেন। ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১২ সালের রেওয়ামিল নিম্নরূপঃ

ঢাকা ভিউ মোটেল
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১২

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
মূলধন		৯০, ০০০
উত্তোলন	১২,০০০	
সেবা আয়		৮০,০০০
অনুপার্জিত সেবা আয়		২৫,০০০
প্রদেয় হিসাব		২০,০০০
পুঞ্জীভূত অবচয় সরঞ্জাম		১২,০০০
সরঞ্জাম	৫০,০০০	
নগদ	১০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪৫,০০০	
অগ্রিম বিমা	২০,০০০	
সাপ্লাইজ	১৫,০০০	

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
বেতন	৩০,০০০	
ভাড়া	২৫,০০০	
বিজ্ঞাপন	৪,০০০	
উপযোগ	১,০০০	
আসবাবপত্র	১৫,০০০	
	২,২৭,০০০	২,২৭,০০০

অন্যান্য তথ্যাবলি

১) চলতি বছরে সাপ্লাইজ ব্যবহৃত হয়েছে ৩,০০০ টাকা।
২) অগ্রিম বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে ৫,০০০ টাকা।
৩) বকেয়া সেবা আয় ২০,০০০ টাকা।
৪) চলতি বছরের অনুপার্জিত সেবা আয় উপার্জিত হয়েছে ৫,০০০ টাকা।
৫) অবচয় সরঞ্জাম ২,০০০ টাকা।

করণীয়

(ক) মোট সেবা আয়ের পরিমাণ নিণয় করুন।
(খ) বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।
(গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করুন।

সমাধান-২

(ক) মোট সেবা আয়ঃ	টাকা
সেবা আয়	৮০,০০০ টাকা
যোগঃ বকেয়া আয়	২০,০০০ টাকা
	১,০০,০০০ টাকা
যোগঃ অনুপার্জিত সেবা আয়ের উপার্জিত আয়	৫,০০০ টাকা
	১,০৫,০০০ টাকা

(খ) ঢাকা ভিউ মোটেল

বিশদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

মোট সেবা আয়		১,০৫,০০০
বাদঃ খরচ সমূহঃ		
বেতন	৩০,০০০	
ভাড়া	২৫,০০০	
বিজ্ঞাপন	৪,০০০	
উপযোগ	১,০০০	
সাপ্লাইজ খরচ	৩,০০০	
বিমা খরচ	৫,০০০	
পুঞ্জিভূত অবচয়- সরঞ্জাম	২,০০০	৭০,০০০
নীট মুনাফা		৩৫,০০০

ঢাকা ভিউ মোটেল

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

৩১ ডিসেম্বর ২০১২

সম্পত্তি সমূহ	টাকা	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহঃ			
নগদ		১০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪৫,০০০		
যোগ বকেয়া আয়	২০,০০০	৬৫,০০০	
অগ্রিম বিমা	২০,০০০		
(-) বিমা খরচ	৫,০০০	১৫,০০০	
সাপ্লাইজ	১৫,০০০		
(-) সাপ্লাইজ খরচ	৩,০০০	১২,০০০	
সরঞ্জাম	৫০,০০০		
(-) পুঞ্জিভূত অবচয় (১২০০০+২০০০)	১৪,০০০	৩৬,০০০	
আসবাবপত্র		১৫,০০০	
			১,৫৩,০০০
দায় সমূহঃ			
মূলধন	৯০,০০০		
যোগঃ নিট মুনাফা	৩৫,০০০		
	১,২৫,০০০		
বাদ উত্তোলন	১২,০০০	১,১৩,০০০	
প্রদেয় হিসাব		২০,০০০	
অনুপার্জিত সেবা আয়	২৫,০০০		
বাদ উপার্জিত আয়	৫,০০০	২০,০০০	
			১,৫৩,০০০

উদাহরণ ঃ ৩

৩১ ডিসেম্বর ২০১০ সালের রহিম ট্রেডার্সের রেওয়ামিল নিম্নরূপঃ

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ	১৫,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয় (১৫% ভ্যাট সহ)	৭১,০০০	১,১৮,০০০
ফেরত সমূহ	৩,০০০	২,০০০
দেনাদার ও পাওনাদার	১৮,০০০	৭,০০০
১০% ঋণ (১.৭.২০১০)		২০,০০০
১০% বিনিয়োগ (১.৪.২০১০)	৭০,০০০	
মূলধন		১,৭৫,০০০
উত্তোলন	৭০,০০০	
ইজারা সম্পত্তি	২০,০০০	
মজুরি	৫,০০০	
বেতন	১৭,০০০	
বিজ্ঞাপন	৭,০০০	
আসবাবপত্র	২৬,০০০	
	৩,২২,০০০	৩,২২,০০০

অন্যান্য তথ্যাবলী

১) সমাপনী মজুদ পণ্য ৫০,০০০ টাকা, বাজার মূল্য ৭০,০০০ টাকা।
২) মজুরি বকেয়া ৩,০০০ টাকা, বেতন অগ্রিম ১,৬০০ টাকা।
৩) আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।
৪) বিজ্ঞাপন খরচ অর্ধেক বিলম্বিত করতে হবে।
৫) অনাদায়ী পাওনা ২,০০০ টাকা এবং অবশিষ্ট দেনাদারের উপর ১০% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সৃষ্টি করতে হবে।

করণীয়

(ক) ঋণের সুদ এবং বিনিয়োগের সুদ নির্ণয় করুন।

(খ) বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।
(গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করুন।

সমাধান ঃ ৩

ক) ঋণের সুদ ৬ মাসের = $২০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৬}{১২} = ১,০০০$

বিনিয়োগের সুদ ৯ মাসের = $৭০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৯}{১২} = ৫,২৫০$

খ.

রহিম ট্রেডার্স
বিশদ আয় বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়	১,১৮,০০০		
(-) ফেরত	৩,০০০		
	১,১৫,০০০		
(-) ভ্যাট ১৫% (১১৫০০০× $\frac{১৫}{১১৫}$)	১৫,০০০		১,০০,০০০
বিয়োগঃ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ঃ			
প্রারম্ভিক মজুদ	৭১,০০০	১৫,০০০	
ক্রয়	২,০০০		
(-) ফেরত	৬৯,০০০		
(-) ভ্যাট ৬৯০০০ × $\frac{১৫}{১১৫}$	৯,০০০		
	৫,০০০	৬০,০০০	
মজুরি	৩,০০০	৮,০০০	
(+) বকেয়া		৮৩,০০০	
(-) সমাপনী মজুদ পণ্য		৫০,০০০	৩৩,০০০
মোট মুনাফা			**৬৭,০০০**
বাদঃ পরিচালনা খরচাবলিঃ			
বেতন	১৭,০০০		
(-) অগ্রিম	১,৬০০	১৫,৪০০	
বিজ্ঞাপন	৭,০০০		
(-) অর্ধেক বিলম্বিত	৩,৫০০	৩,৫০০	
অনাদায়ী পাওনা	২,০০০		
(+) নতুন সঞ্চিতি	১,৬০০	৩,৬০০	
আসবাবপত্রের অবচয়		২,৬০০	২৫,১০০
পরিচালনা মুনাফা			**৪১,৯০০**
যোগ অপরিচালন আয়ঃ			৫,২৫০
বিনিয়োগের সুদ			৪৭১৫০
বাদ অপরিচালন খরচঃ			
ঋণের সুদ			১০০০
নীট মুনাফা			**৪৬১৫০**

রহিম ট্রেডার্স
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১০ সাল

	টাকা	টাকা	টাকা
সম্পত্তি সমূহঃ			
চলতি সম্পদঃ			
সমাপনী মজুদ পণ্য		৫০,০০০	
বিবিধ দেনাদার	১৮,০০০		
(-) অনাদায়ী পাওনা	২,০০০		
(-) নতুন সঞ্চিতি	১,৬০০		
অগ্রিম বেতন		১৪,৪০০	
বিনিয়োগের সুদ		১,৬০০	
বিনিয়োগ		৫,২৫০	৭১,২৫০
১০% বিনিয়োগ			৭০,০০০
স্থায়ী সম্পত্তিঃ			
আসবাবপত্র	২৬,০০০		
(-) অবচয় পুঞ্জিভূত	২,৬০০	২৩,৪০০	
ইজারা সম্পত্তি		২০,০০০	
অন্যান্য সম্পদঃ			৪৩,৪০০
বিলম্বিত বিজ্ঞাপন			৩,৫০০
মোট সম্পত্তি			১,৮৮,১৫০
দায় সমূহঃ			
মালিকানা স্বত্বঃ			
মূলধন		১,৭৫,০০০	
(-) উত্তোলন		৭০,০০০	
(+) নিট আয়		১,০৫,০০০	
চলতি দায়ঃ		৪৬,১৫০	১,৫১,১৫০
বকেয়া মজুরি		৩,০০০	
ঋণের সুদ		১,০০০	
পাওনাদার		৭,০০০	
চলতি ভ্যাট হিসাবঃ			
প্রাপ্ত ভ্যাট	১৫,০০০		
(-) প্রদত্ত ভ্যাট	৯,০০০	৬,০০০	
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণঃ			১৭,০০০
১০% ঋণ (১-৭-২০১০)			
			২০,০০০
মোট দায়			১,৮৮,১৫০

গণনা

১) ঋণের বকেয়া সুদ $২০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৬}{১২} = ১,০০০$ টাকা

২) বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ ঃ $৭০০০০ \times ১০\% \times \frac{৯}{১২} = ৫,২৫০$

৩) অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিঃ

দেনাদার	১৮,০০০
(-) অনাদায়ী পাওনা	২,০০০
	১৬,০০০

অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি = ১৬,০০০ × ১০% = ১,৬০০ টাকা

৪) ক্রয়ের উপর ভ্যাট ঃ

ক্রয়	৭১,০০০ টাকা
(-) ফেরত	২,০০০ টাকা

৬৯০০০ টাকা

(-) ভ্যাট (৬৯,০০০ × $\frac{১৫}{১১৫}$)=৯,০০০

নিট ক্রয় =(৬৯,০০০-৯,০০০)=৬০,০০০ টাকা

৫) বিক্রয়ের উপর ভ্যাট

বিক্রয় ১,১৮,০০০

(-) ফেরত ৩০০০

১,১৫,০০০

(-) ভ্যাট (১১৫০০০ × $\frac{১৫}{১১৫}$)=১৫০০০

নিট বিক্রয় = ১,১৫,০০০-১৫,০০০=১,০০,০০০ টাকা

উদাহরণ ঃ ০৪

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নিগার ট্রেডাসের রেওয়ামিল নিম্নরূপঃ

নিগার ট্রেডার্সের
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১১

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
নগদ	১০,০০০	
ব্যাংক জমা	১৫,০০০	
উত্তোলন ও মূলধন	১০,০০০	১,২০,০০০
১০% বিনিয়োগ	৪০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৩০,০০০	
বেতন	১২,০০০	
বিজ্ঞাপন	৬,০০০	
প্রাপ্য নোট ও প্রদেয় নোট	৩০,০০০	৮০,০০০
দালান কোঠা	১,৫০,০০০	
পুঞ্জিভূত অবচয়		২০,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		২,৫০০
ক্রয় ও বিক্রয়	৫০,০০০	১,৪০,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৯,৫০০	
	৩,৬২,৫০০	৩,৬২,৫০০

সমন্বয় সমূহ

১) সমাপনী মজুদ পণ্য ৩০,০০০ টাকা।
২) ধারে বিক্রয় ৫,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।
৩) মালিক নিজ প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন করেন ২,০০০ টাকা যা হিসাবভুক্ত হয়নি।
৪) অনাদায়ী পাওনা ৪০০০ টাকা অবলোপন কর।
৫) দালান কোঠার উপর ১০% অবচয় ধার্য কর।

করণীয়

(ক) বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ নির্ণয় করুন।
(খ) ২০১৩ সালের বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করুন।
(গ) ২০১৩ সালের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করুন।

সমাধান

(ক) বিনিয়োগের সুদঃ ৪০,০০০ × ১০% = ৪,০০০ টাকা

(খ) নিগার ট্রেডার্সের

বিশদ আয় বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সালের সমাপ্ত বছরের সমাপ্ত

	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		১,৪০,০০০	
(+) অলিখিত বিক্রয়		৫,০০০	১,৪৫,০০০
(-) বিক্রিত পণ্যের ব্যয়:			
প্রারম্ভিক মজুদ		৯,৫০০	
ক্রয়			
(-) পণ্য উত্তোলন	৫০,০০০		
	২,০০০	৪৮,০০০	
		৫৭,৫০০	
(-) সমাপনী মজুদ পণ্য		৩০,০০০	২৭,৫০০
মোট লাভ			১,১৭,৫০০
(-) পরিচালনা খরচঃ		১২,০০০	
বেতন		৬,০০০	
বিজ্ঞাপন			
অনাদায়ী পাওনা	৪,০০০		
(-) পুরাতন সঞ্চিতি	২,৫০০	১,৫০০	
অবচয় দালান কোঠা		১৫,০০০	৩৪,৫০০
পরিচালনা আয়			৮৩,০০০
যোগঃ অপরিচালনা আয়			
বিনিয়োগের সুদ			৪,০০০
নীট মুনাফা			৮৭,০০০

নিগার ট্রেডাস
আর্থিক অবস্থা বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১৩

সম্পত্তি সমূহ	টাকা	টাকা	টাকা
চলতি সম্পদঃ			
নগদ তহবিল		১০,০০০	
ব্যাংক জমা		১৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৩০,০০০		
(+) অলিখিত বিক্রয়	৫,০০০		
(-) নতুন অনাদায়ী পাওনা	৩৫,০০০		
	৪,০০০	৩১,০০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		৩০,০০০	
প্রাপ্য নোট		৩০,০০০	
অনাদায়ী বিনিয়োগের সুদ		৪,০০০	১,২০,০০০
বিনিয়োগঃ			
১০% বিনিয়োগ			৪০,০০০
স্থায়ী সম্পদঃ			
দালান কোঠা		১,৫০,০০০	
(-) পুঞ্জিভূত অবচয়ঃ			
বিগত বছরের অবচয়	২০,০০০		
(+) নতুন অবচয়	১৫,০০০	৩৫,০০০	১,১৫,০০০
দায় সমূহঃ			২,৭৫,০০০
চলতি দায়		৮০,০০০	
প্রদেয় নোট			
মালিকানা স্বত্বঃ			

সম্পত্তি সমূহ	টাকা	টাকা	টাকা
মূলধন	১,২০,০০০		
(+) নিট মুনাফা	৮৭,০০০		
(-) উত্তোলন	২,০৭,০০০		
নগদ- ১০০০০			
পণ্য- ২০০০	১২,০০০	১,৯৫,০০০	২,৭৫,০০০

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল ব্যবহারিক প্রশ্নাবলী

১। এক ধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী

জনাব জাওয়াদ এন্ড কোং এর হিসাব বই থেকে ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিম্নের তথ্যাবলি পাওয়া গেলঃ

জনাব জাওয়াদ এন্ড কোং
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১২

বিবরণ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
নগদ	২০,০০০	
ব্যাংক জমা	৪০,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	২,০০,০০০	
আসবাবপত্র	১,০০,০০০	
উত্তোলন ও মূলধন	৩০,০০০	২,৭৬,০০০
অবচয় সঞ্চিতি সরঞ্জাম		২০,০০০
অবচয় সঞ্চিতি আসবাবপত্র		১০,০০০
প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব	১,৬০,০০০	৮০,০০০
সেবা আয়		৩,৪০,০০০
বেতন	৫০,০০০	
ভাড়া	১০,০০০	
অগ্রিম বিমা	১৬,০০০	
সাপ্লাইজ	২৪,০০০	
কু-ঋণ সঞ্চিতি		৪,০০০
১৫% বিনিয়োগ (১-৭-১২)	৮০,০০০	
	৭,৩০,০০০	৭,৩০,০০০

সমন্বয় সমূহ

(১) অব্যবহৃত সাপ্লাইজ ৪,০০০ টাকা (২) অনাদায়ী সেবা আয় ১৫,০০০ টাকা (৩) কু-ঋণ হিসেবে ১০,০০০ টাকা অবলোপন কর এবং অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের ৫% কু-ঋণ সঞ্চিতির ব্যবস্থা কর (৪) অগ্রিম বিমার ৮,০০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে (৫) স্থায়ী সম্পত্তির উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয়

(ক) বিনিয়োগের সুদ নির্ণয় করুন।
(খ) ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নীট মুনাফা / ক্ষতি নির্ণয় করুন।
(খ) ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে আর্থিক অবস্থা বিবরণী প্রস্তুত করুন।

উত্তরঃ (ক) ৬,০০০ টাকা (খ) ২,২৮,৭৫০ টাকা (গ) ৫,৫৪,৭৫০ টাকা

২। কলি ট্রেডাসের ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর রেওয়ামিল নিম্নরূপঃ

বিবরণ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা

নগদ ও ব্যাংক	৩০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	২,০০,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১০,০০০
কলির মূলধন		৫,০০,০০০
কলির চলতি হিসাব	২০,০০০	
সেবা আয়		৩,০০,০০০
অনুপার্জিত সেবা আয়		৫০,০০০
১০% বিনিয়োগ (১.৭.১১)	৮,০০,০০০	
১০% ঋণ (১.১.১০)		৪,৯০,০০০
বেতন ($\frac{১}{২}$ অংশ)	১,০০,০০০	
ভাড়া	৫০,০০০	
বিজ্ঞাপন	৫০,০০০	
সরঞ্জাম	১,০০,০০০	
	১৩,৫০,০০০	১৩,৫০,০০০

সমন্বয়সমূহ

১) ভাড়া ২০১২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১৫ মাসের জন্য পরিশোধিত হয়েছে।
২) অনুপার্জিত সেবা আয়ের ২০,০০০ টাকা অর্জিত হয়েছে
৩) সেবা আয়ের ১০,০০০ টাকা অর্জিত হয়েছে কিন্তু এখনও পাওয়া যায় নি।
৪) সরঞ্জামের উপর ২০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয়

(ক) ঋণের সুদ নির্ণয় করুন।
(খ) একধাপ আয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।
(গ) ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে চলতি সম্পদ ও চলতি দায় নির্ণয় করুন।

উত্তরঃ (ক) ৪৯,০০০ টাকা (খ) নীট লাভ ৬১,০০০ টাকা
(গ) ১০,৫০,০০০ টাকা ও ১,৩৯,০০০ টাকা

৩। ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মিতা ট্রেডার্সের রেওয়ামিল নিম্নরূপঃ

মিতা ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১.১২.২০১২

বিবরণ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ	১৭,০০০	
উত্তোলন ও মূলধন	৩০,০০০	১,৫৩,০০০
আয়কর	৫,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৪৫,০০০	৬৫,০০০
শুল্ক	৪,০০০	
বেতন	৩৫,০০০	
দালান কোঠা	৬০,০০০	
ব্যাংক জমা	১২,০০০	
১২% ঋণ		৪০,০০০
সুনাম	৫০,০০০	
	২,৫৮,০০০	২,৫৮,০০০

সমন্বয়

(১) সমাপনী মজুদ পণ্য ৪৭,০০০ টাকা।
(২) ধারে বিক্রয় হিসাবভুক্ত হয়নি ১২,০০০ টাকা।
(৩) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১৯,০০০ টাকা।
(৪) সুনামের $\frac{১}{৫}$ অংশ অবলোপন করুন।

করণীয়

(ক) সমন্বিত ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করুন।
(খ) নিট মুনাফা বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করুন?
(গ) সমাপনী মূলধন ১,২৬,২০০ টাকা ধরে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করুন।

উত্তরঃ (ক) ১৫,০০০ টাকা (খ) ৮,২০০ টাকা (গ) ১,৭১,০০০ টাকা

৪। জনাব জাবেদ এন্ড কোং এর রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হলো

জনাব জাবেদ এন্ড কোং
রেওয়ামিল
৩১.১২.২০১৪

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	২৫,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	১,২৮,০০০	১,৭৭,০০০
প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব	৩৬,০০০	২৬,০০০
ফেরত	৭,০০০	৯,০০০
কারবারি বাট্টা	৬,০০০	৫,০০০
বেতন	১১,০০০	
ভাড়া (১০ মাস)	১৫,০০০	
বাট্টা	৭,০০০	৬,০০০
অফিস খরচ	৬,০০০	
বিনিয়োগ	২৪,০০০	
বিনিয়োগের সুদ		২,০০০
শিক্ষানবিশ সেলামী		৬,০০০
মূলধন		৩৪,০০০
	২,৬৫,০০০	২,৬৫,০০০

অন্যান্য তথ্য

(১) অলিখিত বিক্রয় ১০,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।
(২) শিক্ষানবিশ সেলামী ২ বছরের জন্য পাওয়া গেছে।
(৩) অগ্রিম বেতন ২০০০ টাকা।
(৪) প্রাপ্য হিসাবের ১০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের ৫% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ও ২% বাট্টা সঞ্চিতি ধরতে হবে।

করণীয়

(ক) নীট প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় করুন।
(খ) মোট মুনাফা নির্ণয় করুন।
(গ) নীট মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করুন।

উত্তরঃ (ক) ৪১,৮৯৫ টাকা (খ) ৩৫,০০০ টাকা (গ) ১,৮৯৫ টাকা

৫। শহিদ এন্ড সন্স এর ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য প্রদত্ত হলোঃ

শহিদ এন্ড সন্স
রেওয়ামিল
৩১.১২.১৩

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা

প্রারম্ভিক মজুদ	২৪,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৫৫,০০০	১,০৫,০০০
ফেরত	১,০০০	২,০০০
ক্রয় পরিবহন	১,৫০০	
মজুরি	৩,০০০	
বেতন	১২,০০০	
মনিহারি	১,০০০	
অনাদায়ী পাওনা	১,৫০০	
শিক্ষানবিশ সেলামি		২,০০০
হাতে নগদ	৭,০০০	
প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব	২২,০০০	১৫,০০০
অফিস সরঞ্জাম	৮,০০০	
ইজারা সম্পত্তি (১০ বছর)	৩০,০০০	
সুনাম	১০,০০০	
উত্তোলন	২৮,০০০	
মূলধন		৮০,০০০
	২,০৪,০০০	২,০৪,০০০

সমন্বয়সমূহ

(১) সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য ২৫,০০০ টাকা এরমধ্যে আগুনে বিনষ্ট পণ্য ৫,০০০ টাকা যা বিমা কোম্পানী ৩০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে। (২) অগ্রিম মজুরি ১,০০০ টাকা। (৩) অবচয় অফিস সরঞ্জাম ১০%। (৪) প্রাপ্য হিসাবের ২,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় এবং অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৬% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধরতে হবে। (৫) সুনামের $\frac{১}{১০}$ অংশ অবলোপন করুন।

করণীয়

(ক) বিক্রীত পণের ব্যয় নির্ণয় করুন।

(খ) মোট মুনাফা ৪৮,৫০০ টাকা ধরে বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করুন।

(গ) সমাপনী মালিকানা স্বত্ব ৭৮,০০০ টাকা ধরে আর্থিক অবস্থা বিরবণী তৈরি করুন।

উত্তরঃ (ক) ৬০,৫০০ টাকা (খ) ২৬,০০০ টাকা (গ) ৯৩,০০০ টাকা।

৬। দিবা এন্টারপ্রাইজ এর ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তুতকৃত রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপঃ

দিবা এন্টারপ্রাইজ

রেওয়ামিল

৩১.১২.২০১২

বিবরণ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
মজুদ পণ্য (১.১.১২)	২৫,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয় (১৫% ভ্যাটসহ)	১,৬০,০০০	২,৮০,০০০
ফেরত	৫,০০০	৮,০০০
পরিবহন	৩০,০০০	
বিমা সেলামি	১০,০০০	
বেতন	১৫,০০০	
প্রদত্ত ঋণের সুদ		৫,০০০
ব্যবসায়িক খরচ	৮,০০০	
নগদ তহবিল	২০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব	৬০,০০০	৫০,০০০
ম্যানেজারকে প্রদত্ত ঋণ	৩০,০০০	

বিবরণ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
কলকব্জা	৫০,০০০	
আয়কর ও মূলধন	১০,০০০	৮০,০০০
	৪,২৩,০০০	৪,২৩,০০০

অন্যান্য তথ্য

সমাপনী মজুদ পণ্য ৩০,০০০ টাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর তারিখে ৫,০০০ টাকার পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়েছে এবং বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে। (১) কলকব্জা ক্রয় ১০,০০০ টাকা ভুলে ক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। (২) শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ দাবি ১০,০০০ টাকা মামলা বিচারাধীন রয়েছে। (৩) মুনাফা বিহীন বিক্রয় ৫,০০০ টাকা বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে।

করণীয়

(ক) ক্রয় ভ্যাট ও বিক্রয় ভ্যাট নির্ণয় করুন।
(খ) নিট লাভ ৬৭,০০০ টাকা ধরে মালিকের স্বত্বাধিকার বিবরণী তৈরি করুন।
(গ) আর্থিক অবস্থা বিবরণী তৈরি করুন।

উত্তরঃ (ক) ১৭,৮৭০ ও ৩৫,২১৭ টাকা (খ) ১,৩৭,০০০ টাকা (গ) ২,০৫,০০০ টাকা

৭। নিশি এন্টারপ্রাইজ এর ২০১২ সালের রেওয়ামিল নিম্নরূপঃ

নিশি এন্টারপ্রাইজ
রেওয়ামিল
৩১.১২.১২

বিবরণ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
নগদ	৫০,০০০	
ব্যাংক জমা	৪৭,০০০	
ভূমি ও দালান কোঠা	১,৫০,০০০	
উত্তোলন ও মূলধন	১০,০০০	২,০০,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	২৮,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	১,২৮,০০০	২,৭৫,০০০
মজুরি	১২৫০০	
আন্তঃ পরিবহন	৯,৫০০	
ফেরত	৫,০০০	৩,০০০
কারবারি বাট্টা	১,০০০	১,৫০০
নগর শুল্ক	২,০০০	
চালানী পণ্য প্রেরণ	৬০,৫০০	
সঞ্চিতি তহবিল		৪৪,০০০
আয়কর	২০,০০০	
	৫,২৩,৫০০	৫,২৩,৫০০

সমন্বয়

(১) সমাপনী মজুদ পণ্য ৪০,০০০ টাকা এর মধ্যে ৩,০০০ টাকার আগুনে বিনষ্ট পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিমা কোম্পানী ২,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত আছে। (২) মজুরি $\frac{১}{৩}$ অংশ বকেয়া। (৩) মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ৫,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি। (৪) চালানী পণ্য ১০% কমিশন সাপেক্ষ বিক্রয় করা হয়েছে ৭০,০০০ টাকা।

করণীয়

(ক) চালানী কারবারের মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করুন।
(খ) ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের মোট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করুন।
(গ) ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নীটলাভ ১,৩৩,৭৫০ টাকা ধরে মালিকানা স্বত্ব নির্ণয় করুন।

উত্তরঃ (ক) ২,৫০০ টাকা (খ) ১,৩২,২৫০ টাকা (গ) ২,৯৮,৭৫০ টাকা

৮। জনাব হারুনের ২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিচে প্রদত্ত হলোঃ

জনাব হারুন
রেওয়ামিল
৩১.১২.২০১০

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
মজুদ পণ্য (১.১.১০)	১৫,০০০	
হাতে নগদ	৫,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	২৫,০০০	৫০,০০০
ব্যাংক জমা	১০,০০০	
দেনাদার ও পাওনাদার	২০,০০০	১০,০০০
উত্তোলন ও মূলধন	১০,০০০	৬০,০০০
কলকব্জা	২৫,০০০	
আয়কর	২,০০০	
৬% বিনিয়োগ	১০,০০০	
৫% ঋণ		২০,০০০
মজুরি	৬,০০০	
বেতন	১০,০০০	
বিনিয়োগের সুদ		৩০০
অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,০০০	৫০০
বৈদ্যুতিক বাতি	১,৩০০	
ফেরত	৩,০০০	২,০০০
কমিশন	২,০০০	৩,০০০
মনিহারি	৫০০	
সাধারণ সঞ্চিতি		১,০০০
	১,৪৬,৮০০	১,৪৬,৮০০

সমন্বয়

(১) সমাপনী মজুদ পণ্য ১০,০০০ টাকার মূল্যায়ন করা হয়েছে। (২) মালিক কতৃক পণ্য উত্তোলিত হয়েছে ৫,০০০ টাকা কিন্তু তা এখনও হিসাবভুক্ত হয়নি। (৩) মজুরি ৫০০ টাকা বকেয়া রয়েছে পক্ষান্তরে বেতন ১,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে। (৪) দেনাদারের উপর ৫% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এবং অবশিষ্ট দেনাদারের উপর ২$\frac{১}{২}$ বাট্টা সঞ্চিতি ব্যবস্থা করতে হবে। (৫) কলকব্জার উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে (৬) অব্যবহৃত মনিহারি দ্রব্যের মূল্য ১০০ টাকা।

করণীয়

(ক) বিনিয়োগের বকেয়া সুদ ও ঋণের সুদ নির্ণয় করুন।
(খ) মোট লাভ নির্ণয় করুন।
(গ) নিট লাভ ১৯২৫ টাকা ধরে আর্থিক অবস্থা বিবরণী তৈরি করুন।

উত্তরঃ (ক) ৩০০ টাকা ও ১,০০০ টাকা। (খ) ১৭,৫০০ টাকা (গ) ৭৭,৪২৫ টাকা

৯। ইমরুল ট্রেডার্সের ২০০৪ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিচে প্রদত্ত হলো।

ইমরুল ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
২০০৪ সালে ৩১ শে ডিসেম্বর

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ	১০,০০০	

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
উত্তোলন ও মূলধন	৫,০০০	৬০,০০০
আসবাবপত্র	৪,৫০০	
দালান-কোঠা	৩০,০০০	
দেনাদার ও পাওনাদার	১০,০০০	১০,০০০
পণ্য ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়	২৫,০০০	৩০,০০০
ফেরত	২,০০০	৪,০০০
মজুরি	৩,০০০	
বেতন	২,৮০০	
আন্তঃ পরিবহন	৫০০	
বহিঃ পরিবহন	১,০০০	
শিক্ষানবিশ সেলামী		১,০০০
ভাড়া	৬০০	
কমিশন	৫০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	১,৪০০	
সুদ প্রাপ্তি		৫০০
অনাদায়ী পাওনা	২০০	
নগদ তহবিল	৪,০০০	
ব্যাংক জমা	৫,০০০	
	১,০৫,৫০০	১,০৫,৫০০

সমন্বয়

(১) সমাপনী মজুদ পণ্য ১৩,০০০ টাকা। (২) বকেয়া বেতন রয়েছে ২০০ টাকা। (৩) ভাড়া অগ্রিম দেয়া হয়েছে ১০০ টাকা। (৪) ৫০ টাকা সুদ অর্জিত হয়েছে কিন্তু এখনও পাওয়া যায় নি। (৫) শিক্ষানবিস সেলামীর ২০০ টাকা অগ্রিম পাওয়া গিয়েছে।

করণীয়

(ক) মোট লাভ নির্ণয় করুন।
(খ) নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করুন।
(গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করুন।

উত্তরঃ (ক) ৬,৫০০ টাকা (খ) ১,২৫০ টাকা (গ) ৬৬,৬৫০ টাকা

১০। রুহুল আমিন এন্টারপ্রাইজের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

রুহুল আমিন এন্টারপ্রাইজ
রেওয়ালিম
ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
হাতে নগদ	৬,৫০০	
দালান কোঠা	৪৫,০০০	
আসবাবপত্র	২০,০০০	
অগ্রিম বিমা	৩,০০০	
ব্যবহার্য দ্রব্য (সাপ্লাইজ)	৪,৬০০	
অনুপার্জিত সেবা আয়		৭,০০০
বেতন খরচ	১৮,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	৬,৪০০	
মূলধন		৭০,০০০
উত্তোলন	৪,৫০০	
সেবা আয়		৩৩,৫০০

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
উপযোগ খরচ	২,৫০০	
	১,১০,৫০০	১,১০,৫০০

অন্যান্য তথ্যাবলী

(১) অনুপার্জিত সেবা আয়ের ৫,০০০ টাকা উপার্জিত হয়েছে।

(২) অগ্রিম বিমা ৩ বছরের জন্য পরিশোধ করা হয়েছে।

(৩) ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ব্যবহার্য দ্রব্য (সাপ্লাইজ) হিসাবে ২,২০০ টাকার দ্রব্য অব্যবহৃত রয়েছে।

(৪) জনাব রুহুল আমিন ৫,৫০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে আনয়ন করলেও উহা হিসাবে লেখা হয় নাই।

(৫) মূলধনের সুদ বকেয়া রয়েছে ১,৫০০ টাকা।

(৬) বার্ষিক অবচয়ঃ দালান কোঠা ২,২৫০ টাকা, আসবাবপত্র ২,০০০ টাকা।

করণীয়

(ক) বছর শেষে চলতি সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করুন।

(খ) বছর শেষে আয় বিবরণী তৈরি করুন।

(গ) মোট দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করুন।

উত্তরঃ (ক) ১৬,২০০ টাকা (খ) ২,৪৫০ টাকা (গ) ২,০০০ টাকা

১১। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মেসার্স রাজিবের খতিয়ান থেকে নিম্নলিখিত উদ্বৃত্তগুলো পাওয়া যায়ঃ

রেওয়ামিল

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
মজুদ পণ্য (১-১-২০১৪)	৫৪,০০০	
ক্রয়	১,১৫,৪০০	
আন্তঃপরিবহন	৩,০০০	
বহিঃ ফেরত		২,১৫০
প্রত্যক্ষ খরচ	৩৪,০০০	
বিক্রয়		২,০০,০০০
বিক্রয় বাট্টা	৩,৩০০	
বেতন খরচ	১১,২০০	
১০% বন্ধকী ঋণ		৫,০০০
ভ্রমণকারী কমিশন খরচ	৩,৫০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	৬,৬০০	
হাতে নগদ	২,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫৬,০০০	
সরকারি বণ্ড	১০,০০০	
পেটেন্টস	৫,৬৫০	
আসবাবপত্র	২০,০০০	
সরবরাহ যান	৬০,০০০	
মূলধন		১,৫০,০০০
প্রদেয় হিসাব		২৩,৫০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		৪,০০০
	৩,৮৪,৬৫০	৩,৮৪,৬৫০

নিম্নলিখিত সমন্বয়গুলো সাধন করা প্রয়োজন

(১) মজুদ পণ্য (৩১-১২-২০১৪) ৭০,০০০ টাকা।

(২) প্রাপ্য হিসাবে ৫% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

(৩) বন্ধকী ঋণের উপর ৬ মাসের সুদ বকেয়া আছে।

(৪) আসবাবপত্রের উপর ১০% হারে এবং সরবরাহযানের উপর ১৫% হারে অবচয় ধরতে হবে।

(৫) পেটেন্ট এর ৬৫০ টাকা অবলোপন করতে হবে।

করণীয়

(ক) পরিচালন ব্যয় নির্ণয় করুন।

(খ) বহুধাপ আয় বিবরণীর মাধ্যমে মোট লাভ নির্ণয় করুন।

(গ) নীট আয় ২৬,৪৫০ টাকা ধরে সুবিন্যস্ত আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করুন।

উত্তরঃ (ক) ১,৮২,৪৫০ টাকা (খ) ৬২,৪৫০ টাকা (গ) ২,০৯,২০০ টাকা ।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১ ঃ ১. গ ২. ঘ ৩. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২ ঃ ১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩ ঃ ১. গ ২. খ ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪ ঃ ১. গ ২. খ ৩. গ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫ ঃ ১. ক ২. ঘ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬ ঃ ১. ক ২. খ ৩. খ ৪. ক